আবীর জিসান

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই ২০২০

দ্বিতীয় সংস্করণঃ নভেম্বর ২০২০

প্রচ্ছদঃ আবীর জিসান

প্রচ্ছদ কৃতজ্ঞতাঃ Canva

বইয়ের চিত্রাংকনঃ হামিদা খাতুন আরিফা।

মূল্যঃ ২৫০ টাকা

উৎসর্গঃ দাদা-দাদী, নানা- নানী, বাবা-মা, বোন সহ সকল গুরুজনকে

বইটা লেখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বইটা এমনভাবে লেখা, যেন বইটা পড়ে ফটোগ্রাফির মূল বিষয়গুলো নিয়ে খুব সহজেই পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। ফটোগ্রাফির এসব জিনিস আমি বইয়ে খুব সহজে বোঝানোর চেস্টা করেছি, কিছু ক্ষেত্রে উদাহরন দিয়ে বোঝানোর চেস্টা করেছি। চেস্টা করেছি যেন সবকিছু ছবির মাধ্যমে দেখাতে পারি। বইটা সম্পর্কে যেকোনো উপদেশ দিলে তা আন্তরিক ভাবে গ্রহন করব। আমাকে এই বই নিয়ে যেকোনো পরামর্শ, উপদেশ জানাতে মেইল করতে পারেন।

মেইল ঠিকানাঃ abirzishan11@gmail.com

আবীর জিসান

২৯.৭.২০২০

সূচীপত্রঃ

ছবি তোলার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

যারা ছবি তোলা শুরু করেছি বা শুরু করব, তাদের ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা ছাড়া আর কোন কিছুরই দরকার নেই খুব একটা। তবে পারফেক্ট শট নেওয়ার জন্য আমরা কিছু জিনিস ব্যবহার করতে পারি, যা আমাদের এগিয়ে রাখবে একধাপ। আর ছবি তোলার সময় যে জিনিসগুলো ব্যবহার করব তা সম্পর্কে ছবি তোলার আগেই একটু জেনে নেওয়া দরকার। তাহলে আমাদের সবার জন্যই সুবিধা হবে।

ক্যামেরা

ফটোগ্রাফি নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই আলোচনা করতে হবে ক্যামেরা নিয়ে। আমাদের মনে রাখতে হবে একটা ভাল ক্যামেরা কিন্তু একটা ভালো ফটোগ্রাফার তৈরী করে না। একজন ভাল ফটোগ্রাফার একটা

ক্যামেরাকে ভালোভাবে ব্যবহার করেন। আসলে ফটোগ্রাফিটা একটা আর্ট। প্রতিদিন যা দেখি তা মানুষকে একটু অন্যভাবে দেখানোর আর্ট। মানুষকে একটু অন্যভাবে চিন্তা করানোর আর্ট।

ফটোগ্রাফিকে আমরা যদি রান্নার সাথে তুলনা করি তাহলে ক্যামেরাকে তুলনা করব চুলার সাথে। আপনি ভাল রাঁধতে পারেন এর মানে কিন্তু এই না যে আপনি একটা ভাল চুলা ব্যবহার করেন।

অবশ্য ক্যামেরা একেবারে খারাপ হওয়াটাও আমাদের জন্য ভালো হবে না। যে চুলা ঠিকভাবে জ্বলেই না তা দিয়ে ভাল রাঁধতে পারব না। মেগাপিক্সেলের ক্ষেত্রে বলতে গেলে, ৫ মেগাপিক্সেল বা তার উপরের ক্যামেরা মোবাইল ফটোগ্রাফির জন্য ভাল।

ট্রাইপড

ট্রাইপডের ব্যবহার আমাদের ছবিকে করবে স্টেবল। কম শাটার স্পিডে বা লং এক্সপোজারে (এটা কি জিনিস তা একটু পরেই জানব) ছবি তোলার ক্ষেত্রে ট্রাইপড কিন্তু

Photo Courtesy- Ireen Jahan

অনেক দরকারি একটা জিনিস। লং এক্সপোজারে ট্রাইপড দিয়ে ছবি না তুললে ছবি তোলার পর প্রায় সময় দেখব ছবি ব্লার হয়ে গেছে। আবার লেন্সের ভিন্নতার কারণেও বিভিন্ন সময় ট্রাইপড ব্যবহার করতে হতে পারে। কোন ছবি যদি ব্লার হয়ে যায় তাহলে সেই ছবি তোলা আর না তোলা অনেকটা একই কথা হয়ে যাবে।

অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে, অনেক ফটোগ্রাফারই তো ছবি তুলতে ট্রাইপড ব্যবহার করেন না। তাহলে আমি কেন করব?

যদি ওই ফটোগ্রাফারদের দিকে দেখি তাহলে দেখব যেগুলাতে ব্লার হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার সবই তারা ট্রাইপড ব্যবহার করে তুলেছেন।

ট্রাইপড আসলে কোন সময় ব্যবহার করতে হবে তা নিয়ে একটু পরেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

লেন্স

লেন্স বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আমি মূলত মোবাইলের লেন্স নিয়ে কথা বলব। কারণ ফটোগ্রাফিতে যারা নতুন আর যারা সাধারণত শখের বশে ফটোগ্রাফি করি তারা বেশিরভাগই মোবাইল ব্যবহার করি ছবি তোলার জন্য। তাই এখানে ক্যামেরার লেন্স নিয়ে কথা না বলে মোবাইলের জন্য লেন্স নিয়ে কথা বললে সবার জন্যই ভালো হবে।

টেলিফটো লেন্স

এসব লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বড়। যখন অনেক দূরের কোন কিছুর ছবি তুলতে চাইব তখন এসব লেন্স ব্যবহার করব। আমরা হয়ত চাঁদের ছবি তুলতে গিয়ে খেয়াল করেছি যে পূর্ণিমার চাঁদ ক্যামেরায় এসে হয়ে যায় আলোক বিন্দু। আমাদের চিরকালীন দুঃখ, মোবাইলে এই চাঁদ বা দূরের গাছে বসে থাকা পাখি বা দূরের কোন জিনিসের ছবি তুলতে না পারা। কাছে গেলেই পাখি উড়ে যায়। আবার ফোনে ডিজিটাল জুম থাকায়, যদি জুম করি তাহলে ছবি ফেটে একাকার হয়ে

Photo Courtesy- Sadia Akanda Ritu

যায়। এই সমস্যা সমাধান করবে টেলিফটো লেন্স। এই লেন্স দিয়ে অনেক দূরের জিনিসের ছবি তুলতে পারব।

উপরের ছবিটার মত ছবি সহজেই তুলতে পারব টেলিফটো লেন্স ব্যবহার করে।

Photo Courtesy- Qasim Nawaz

আবার ধরি বনে বেড়াতে গিয়ে বাঘের দেখা পেলাম। দূরে বাঘ বসে আছে। ছবি তোলার ইচ্ছে হলেও তো কাছে গিয়ে ছবি তুলে আনতে পারব না। দূরে থেকেই ছবিটা যাতে ভালোভাবে তুলতে পারি তাই ব্যবহার করব টেলিফটো লেন্স।

ওয়াইড-এঙ্গেল লেন্স

আমরা তাকানোর সময় চোখের কোন পরিবর্তন না করে যতটুকু দেখি (চোখ বা মাথা না ঘুড়িয়ে যতটুকু দেখি) এসব লেন্স দিয়ে তার থেকে বড় জায়গা দেখতে পাই। সাধারণত কোনো রুমে বা বদ্ধ জায়গায় অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এমন ছবি তুলতে গেলে আমরা দেওয়ালের কারণে পিছিয়ে যেতে পারি না। এইসব ক্ষেত্রে কাজে দিবে এই ওয়াইড এঙ্গেল লেন্স। এই লেন্স দিয়ে অনেক বড় জায়গা একসাথে ছবিতে নিয়ে আসতে পারব।

ম্যাক্রো লেন্স

ছোট কোন জিনিসের ছবি কাছ থেকে তোলার ক্ষেত্রে বা ম্যাক্রো ফটোগ্রাফি করার সময় এসব লেন্স ব্যবহার করব। আমরা হয়ত খেয়াল করেছি যে ফোনে ক্যামেরার খুব কাছের কোন জিনিসের, যেমন পিঁপড়া বা ছোট কোন জিনিসের ছবি তুলতে গেলে তা ব্লার হয়ে যায়। এই লেন্স

Photo Courtesy- Sadia Akanda Ritu

ব্যবহার করে আমরা খুব কাছ থেকে এসব পোকামাকড় বা ছোট জিনিসপত্রের ছবি তুলতে পারব।

অনেকের মনে হতে পারে, ছবি তোলার সময় একটু জুম করে নিলেই তো এইসব ছোট খাট জিনিসের ছবি তোলা যায়। তাহলে ম্যাক্রোলেন্সের আর কি দরকার?

আমাদের আসলে দরকার ছবির কোয়ালিটি। ছবি আলাদা লেন্সে না তুলে জুম করে তুললে ছবির মান খারাপ হয়ে যাবে। এই সমস্যা যাতে না হয় আর ছবিটা যাতে ভালো ভাবে তোলা যায় সেজন্য ব্যবহার করব ম্যাক্রো লেন্স।

ফিশআই লেন্স

ফিশআই লেন্স দিয়ে অনেকটা গোল গোল ছবি তোলা যায়। সাধারণত কোন ডেয়ারিং ছবি যেমন মোটরসাইকেলে স্টান্ট বা কোনো লাফালাফির ছবি এই লেন্স ব্যবহার করে তুললে তাতে সাবজেক্টের সাহসী আর প্রানবন্ত ভাবটা ফুটে ওঠে আরো বেশি পরিমানে।

এইসব লেন্সের ভিউ এঙ্গেল থাকে মোটামুটি ১৮০ ডিগ্রি। মানে আমরা এইসব লেন্সের মধ্যে দিয়ে আমাদের বাম হাত থেকে ডান হাতের মাঝের সব কিছু দেখতে পারব।

এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে এই লেন্স দিয়ে ছবি তুললে ছবিতে পাশের দিকে ডিস্টর্শন বা পাশের দিকে ছবির অনেক বেশি বিকৃতি ঘটবে। যার ছবি তুলব তাকে এবড়-থেবড় দেখাতে পারে। এই জিনিসটা নিয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ক্যামেরা কিভাবে ধরব

ক্যামেরা নিয়ে কাজ করার আগে আমাদের জানা উচিত যে কিভাবে ক্যামেরা ধরলে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাব। ক্যামেরা ধরার উপর ছবির স্ট্যাবিলিটি কম-বেশি হতে পারে।

অনেকে ক্যামেরা ধরার সময় পাশের ছবির মত ক্যামেরার লেন্সের নিচে হাত না দিয়ে দুইপাশে ধরার চেস্টা করেন। দুইপাশে হাত দিয়ে ধরলে ছবি স্টেবল হয় না। সবসময় উপরের ছবির মত এক হাত দিয়ে লেন্সের নিচে আরেকহাত দিয়ে পাশে ধরতে চেস্টা করব।

Photo Courtesy- Yeahyea Habib

আবার লম্বালম্বিভাবে ধরার সময় অনেকে ক্যামেরা নিচে থেকে ধরেন (উপরের ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, তার উল্টাভাবে)। উপরে থেকে ধরার বদলে নিচে থেকে

Photo Courtesy- Yeahyea Habib

ধরলে ক্যামেরার স্ট্যাবিলিটি কমে যায়। ছবি তোলার সময় একটু ঝাকুনি লাগতে পারে। তাই চেস্টা করব উপরের ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে ক্যামেরা ধরতে। ধরার ভূলে যাতে ছবি ব্লার বা ঝাপসা হয়ে না যায় তা নিয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

আর যখন মোবাইলে ছবি তুলব তখন ক্যামেরাকে দুই হাত দিয়ে ধরে আমাদের দেহের কাছাকাছি রাখার চেস্টা করব। তাহলে ছবি সবচেয়ে স্টেবল হবে।

কম্পোজিশন

Photo Courtesy-Taslima Suity

ধরেন, আপনি আম খাচ্ছেন আর আম খেতে খেতে আপনার ছবি তোলার ইচ্ছে হল। তো এখন আপনাকে প্রথমে কি ঠিক করতে হবে? আপনি আসলে কার ছবি তুলতে চান। আপনি চাইলে আম, প্লেট, সামনে থাকা চামচ সব একসাথে নিয়ে ছবি তুলতে পারেন আবার শুধু আমের ছবি তুলতে পারেন। আপনি যে জিনিসের ছবি তুলতে চান তাই হল আমাদের সাবজেক্ট। সাবজেক্ট হিসাবে কাকে রাখবেন তা একেবারে আপনার ব্যাপার। সাবজেক্ট হতে পারে একজন মানুষ, হতে পারে ফুল, আম বা আম খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা চামচ।

এরপর আপনাকে চিন্তা করতে হবে ছবিতে কিভাবে সাবজেক্টকে রাখবেন বা ছবিতে এলিমেন্টগুলোকে (ছবিতে থাকা জিনিসপত্রকে) কিভাবে সাজাবেন। এই সাজানোর জিনিসটাই হচ্ছে কম্পোজিশন।

ছবি তোলা আসলে পুরাটাই রান্নার মত একটা ব্যাপার। কি রান্না করবেন, কি পরিমানে মশলা-পাতি দিবেন তা আপনার ব্যাপার। তবে এই মশলার পরিমানের উপরই নির্ভর করবে রান্না কেমন হবে।

ছবি তোলার ক্ষেত্রে কম্পোজিশন হল রান্নায় এই মশলার পরিমানের মত। সঠিক পরিমানে হলে রান্না যেমন অসাধারন হয়ে উঠবে, একইভাবে কম্পোজিশন ভাল হলে ছবি হয়ে উঠবে অসাধারন। ছবি তোলার ক্ষেত্রে ভাল দৃশ্যের বা সুন্দর জিনিসপত্রের কোন প্রয়োজন নেই। ভাল কম্পোজিশনই, মানে ছবির জিনিসগুলোকে ভালোভাবে সাজাতে গুছাতে পারা ছবিকে করে তুলবে অসাধারণ।

খুব সহজ কথায় বলতে গেলে ছবিতে বা ফ্রেমে কি কি থাকবে, কিভাবে থাকবে, মানে কিভাবে সাজানো থাকবে তাই হচ্ছে কম্পোজিশন।

আমরা হয়ত অনেক সময় খেয়াল করেছি আমাদের কাছে অনেক সুন্দর একটা জায়গা আছে, কিন্তু ছবি তুলতে গেলে ছবি ভাল হচ্ছে না। আবার অন্য কেউই সেই একই জায়গার ছবি তুলছে অসাধারণভাবে।

তাহলে আমাদের ছবি ভাল হচ্ছে না কেন? কেন আরেকজনের ছবি দেখে অসাধারণ মনে হচ্ছে?

একটা ভাল ছবি দেখে হয়ত মনে হচ্ছে- "আরে ! এই ছবি তো আমিও তুলতে পারতাম। এইভাবে যে তোলা যাবে তা আগে খেয়াল করিনি"। এই জিনিসটা আসলে হচ্ছে ছবির কম্পোজিশনের কারনে।

প্রথমে ভাল কম্পোজিশন টেকনিক না জানার কারনে অনেক ফটোগ্রাফারের ছবি ভাল হয় না। কম্পোজিশন যাতে ভাল হয়, ছবিতে যাতে সাবজেক্ট আর বাকী জিনিস ভালোভাবে সাজাতে পারি তাই আমরা কিছু রুল ফলো করব। প্রথমদিকে খেয়াল রাখতে অসুবিধা হলেও এসব

রুল ফলো করলে আমাদের ছবি হয়ে উঠবে অসাধারণ। আর ছবি তুলতে তুলতে এইসব রুল মেনে ছবি তুলতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাব।

ভাল কম্পোজিশন শিখতে পারা কিন্তু বলতে গেলে ভাল ছবি তোলার অর্ধেক। ভালো ছবির জন্য কিন্তু জটিল কম্পোজিশনের কোন দরকার নেই। সিম্পল কম্পোজিশনের মাধ্যমেই ছবি হতে পারে অসাধারণ।

এই বই পড়ে আস্তে আস্তে বেসিক নিয়ম বা রুলগুলো শিখতে থাকব। দেখব কোথায় একটা রুল কাজ করে। আবার দেখব কিভাবে রুল ভেঙ্গেও ছবিকে করে তুলতে পারি অসাধারণ।

কম্পোজিশন সিম্পল রাখা

ছবিতে কোন জিনিসটা থাকলে ছবিকে ভালো লাগবে? যত বেশি জিনিস ছবি তত ভাল? আশা করি যারা ইতিমধ্যে দুই একটা ছবি তুলেছি তারা এটা বুঝতে শুরু

Photo Courtesy- Lali Diaz-McDonald

করেছি যে দুনিয়ার হাবিজাবি সব কিছু ছবিতে না এনে আকর্ষনীয় ভাবে জিনিসপত্র ছবিতে রাখতে পারলেই ছবি অসাধারণ হয়ে উঠে।

ছবি তোলার সময় চেস্টা করব যেন কম্পোজিশন থাকে সিম্পল। কম্পোজিশন সিম্পল না হয়ে অনেক জটিল হলে, ফ্রেমে অনেক জিনিস থাকলে দর্শকের চোখ সাবজেক্ট বরাবর না থেকে পুরো ফ্রেম জুড়ে ঘুরতে থাকে। যা আমাদের কাম্য নাও হতে পারে।

ছবিকে অনেক বেশি জিনিস দিয়ে জটিল করে ফেলায় ছবি দেখতেও হবে হিজিবিজি। দেখতে হবে দৃস্টিকটু।

দৃশ্য বা কম্পোজিশন সিম্পল হলে এই বিষয় নিয়ে এত চিন্তা করতে হবে না। ছবিতে সাবজেক্টই থাকবে আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু। আর এই সিম্পল কম্পোজিশনের মাধ্যমেই আমরা পারব সরাসরি সাবজেক্টের কাছে দর্শককে পৌছে দিতে।

কম্পোজিশন সিম্পল রাখার জন্য ছবি থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিস, যেগুলো সাবজেক্টের কাছ থেকে আমাদের আকর্ষণ নিজেদের দিকে নিয়ে যায় তা বাদ দিয়ে দিতে পারি। আবার ছবি তোলার সময় নিচের ছবির মত ফ্রেমের বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে সাবজেক্টকে রাখাও ভালো কাজে দিবে।

Photo Courtesy- Monowarul Kabir Milon

অনেকের মনে হতে পারে কম্পোজিশন সিম্পল রাখতে হলে তো আমাদের কিছু জিনিস ছবি থেকে বাদ দিতে হতে পারে। তাহলে দর্শক কিভাবে ছবি থেকে বাদ দেওয়া জিনিসগুলো সম্পর্কে ধারণা পাবে?

আমাদের ছবি তোলার মূল লক্ষ্য কিন্তু একটা জিনিসকে দর্শকের সামনে আকর্ষনীয় ভাবে তুলে ধরা। দর্শক জানেই না ছবি তোলার পরিবেশ আর তা থেকে কি কি বাদ দিয়েছি। তাই একটা ভালো ছবি তুলতে গিয়ে আশেপাশের কিছু জিনিস বাদ গেলেও এত চিন্তা করার কিছুই নেই, যদি না ছবির জন্য চারপাশের পরিবেশ দেখানো অত্যাবশ্যক হয়।

রুল অফ থার্ড

জন থমাস স্মিথ এক রাতে বসে বসে ছবি আঁকছেন। ছবিগুলো তার পছন্দ হচ্ছে না। সাবজেক্টকে একবার বামে আরেকবার ডান পাশে রেখে ছবি আঁকলেন। বেশি পাশে চলে গেছে। একপাশে চলে যাওয়ায় ফোকাস ঠিকভাবে হয়নি। আবার ছবি আঁকলেন। তবে এবার সাবজেক্টকে রাখলেন মাঝখানে। না ! এবারও ভাল লাগল না তার কাছে। ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে ছবিগুলি। মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে স্মিথ সাহেবের। ছবি ঠিকভাবে না আঁকতে পারলে তার ঘুম ও হবে না ভাল মত। ছবি আঁকা বাদ দিয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কিভাবে ছবি আকলে তিনি ফোকাস ঠিকভাবে সাবজেক্টে রাখতে পারবেন। উনি দেখলেন কোন ফ্রেমকে যদি

সমান তিন ভাগে লম্বা-লম্বি আর তিন ভাগে পাশা-পাশি ভাগ করেন তাহলে নিচেরটার মত যে নয়টা ঘর হয়

তাতে মাঝে থাকা লাইন গুলোর ছেদবিন্দু বরাবর কোন জিনিস রাখলে তাতে ফোকাস থাকে সবচেয়ে বেশি।

মানে, নিচের লাল দাগ দেওয়া বিন্দু গুলোতে ফোকাস থাকে সবচেয়ে বেশি।
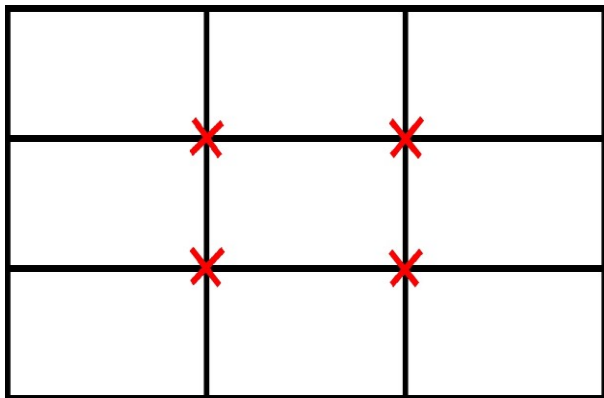
উনি সাবজেক্টকে এইভাবে ছেদবিন্দু বরাবর রেখে ছবি আঁকলেন। উনার পছন্দ হল। মনের সুখে ঘুমাতে গেলেন। আর আমরা পেয়ে গেলাম রুল অফ থার্ড।
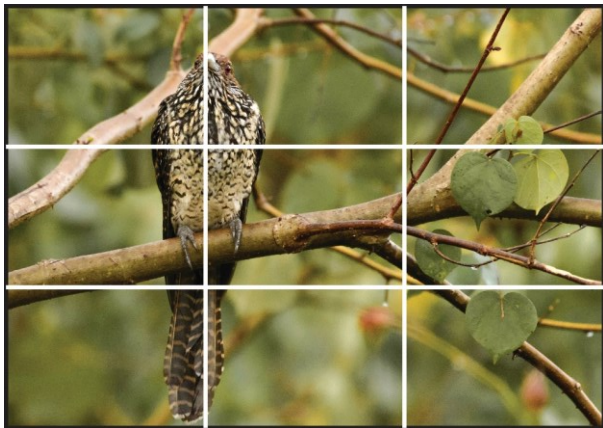
ফটোগ্রাফিতে প্রথমদিকে সবার এটা বুঝতে সমস্যা মনে হতে পারে, যার বা যে জিনিসের (তা হতে পারে মানুষ, ফুল বা যেকোন কিছু) ছবি তুলব, মানে আমাদের সাবজেক্ট, কিভাবে রাখলে সাবজেক্টে ফোকাস থাকবে সবচেয়ে বেশি। এজন্যই রুল অফ থার্ড। যা মেনে আমরা আমাদের সাবজেক্টকে গ্রিডের ছেদবিন্দুতে রাখার চেস্টা করব।

Photo Courtesy- Uwais Mohideen

আমরা হয়ত খেয়াল করেছি যে ছবি তোলার সময় সাবজেক্ট বা মডেলকে যদি ফ্রেমের একেবারে মাঝামাঝি বা একেবারে পাশে রেখে দেই তাহলে ছবি দেখতে এতটা ভালো লাগে না। যে জায়গায় মডেলকে রাখলে মডেল সবচেয়ে বেশি ফোকাসে থাকবে তা ঠিক করব এই রুল অফ থার্ড দিয়ে।

Photo Courtesy- Tahseen Md Muhin Model-Nijhum Mridha

এখানে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে, ছবি আকার জন্য যে রুল ব্যবহৃত হয় সেটা এখানে কেন ব্যবহার করব?

আসলে এই রুলটা এই জিনিস নিয়ে কাজ করে যে ছবির বা ফ্রেমের কোথায় একটা জিনিস থাকলে ছবিটা দেখতে সবচেয়ে ভালো লাগবে। রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকা আর ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার উদ্দেশ্য কিন্তু এক। যে দেখবে তার কাছে ভাল লাগানো। একটা ছবি দেখে যদি দর্শকের কাছে ভালো না লাগে তাহলে ছবিটা তোলার নিশ্চয়ই কোনো মানে হয় না।

আর অংকনের জন্য যেটা ব্যবহৃত হয় সেটা এইখানে ব্যবহার করব না এটা কোনো কথা হতে পারে না। চাল দিয়ে ভাত রেধে খাই বলে যে সেই চাল দিয়ে পিঠা বানিয়ে খেতে পারব না, তা নিশ্চয়ই হতে পারে না।

অনেকেই চিন্তা করছি ছবি তোলার সময় এই জিনিসটা কিভাবে মাথায় রাখব। গ্রিডের হিসাব রাখতে হলে কি স্কেল দিয়ে মেপে মেপে ঠিক করতে হবে নাকি। আমাদের আসলে এত কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। সেটিংসে গিয়ে গ্রিড অপশনটা অন করে নিলেই হবে।

Settings
Photos and videos saved on SD card will not be synced to cloud or other phones.
PHOTO
Photo Ratio 4:3
Timer Off
Touch to Take Photo
Use Gestures to Take Photo
Grid
AI Scene Recognition
Watermark
VIDEO
Video Resolution 4K/30 fps
Slow-Motion Video Resolution 1080P
Video Encoding Best Compatibility
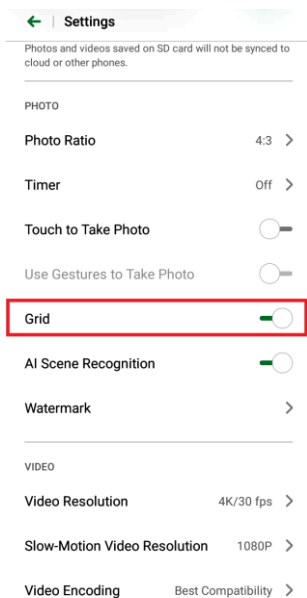
গ্রিড অন করে নেওয়ার পর আমরা নিশ্চয়ই স্ক্রিনে দাগ দেখতে পেয়েছি।

কোন পাহাড়, সমুদ্র বা কোন মানুষ, যখনই ছবি তুলব এই রুল অফ থার্ড মেনে ছবি তোলার চেস্টা করব। যদি দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ থাকে তাহলে চেস্টা করব যেন গ্রিড লাইনের লম্বা- লম্বি দুইটা ছেদ বিন্দু বরাবর মানুষকে রাখতে পারি।

উপরের ছবির মত ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফির সময় আমরা কখনো দেখব যে আমাদের কাছে আকাশ দেখতে ভাল লাগছে

Photo Courtesy- Maringan Tobing

আবার অনেক সময় আমাদের কাছে আকাশের নিচের ছবিই ভালো লাগবে।

এই সময় চেস্টা করব যদি আকাশ দেখতে ভাল হয় আর চাই যেন আকাশের অংশটা ছবিতে বেশি গুরুত্ব পাক তাহলে গ্রিডের ২/৩ অংশে আকাশ রাখতে চেস্টা করব। আর যদি আকাশ আমাদের কাছে ভালো না লাগে, মাটির অংশটাকে গুরুত্ব দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চাই তাহলে ছবি তোলার সময় ১/৩ আকাশ রাখতে চেস্টা করব। সহজভাবে বলতে গেলে যে অংশটা আমাদের কাছে বেশি ভালো লাগবে তাকে ছবিতে বেশি জায়গা জুড়ে রাখব। শুধু আকাশের ছবি তোলাটা আমাদের কাছে বেশ বিরক্তিকর হতে পারে।

এসব ছবি তোলার সময় ছবিতে বিশেষ দরকার না থাকলে কখনো দিগন্তরেখা ছবির মাঝামাঝি রাখার চেস্টা

করব না (আকাশ আর মাটির জন্য সমান জায়গা রাখব না)। তাহলে ছবি দেখতে ভাল লাগবে না।

রুল অফ থার্ড ভাঙ্গা

যখন ছবিতে সিমেট্রি পাব (ছবির দুইপাশে দেখতে অনেকটা একইরকম হলে) বা রিফ্লেকশন পাব তখন ছবির মাঝখানে সাবজেক্ট রাখা যেতে পারে। তাহলে আমরা আমাদের ছবিতে ভালোভাবে জিনিসটা তুলে ধরতে পারব। নাহলে আমাদের ছবিতে সিমেট্রি ভালোভাবে বোঝা যাবে না।

Photo Courtesy- Gamblis LLP

রুল অব ওড

ফটোগ্রাফির আর একটি রুল হল রুল অফ অড বা বেজোড়ের নীতি। এই রুল অনুসারে ফ্রেমে যদি সাবজেক্ট বিজোড় সংখ্যায় থাকে, মানে ১,৩,৫,৭ এইভাবে থাকে তাহলে ছবিটা দেখতে সাবজেক্ট জোড় থাকলে যত ভালো লাগত তার চেয়ে বেশি ভালোলাগে। আমরা চেস্টা করব যেন ছবি তোলার সময় সাবজেক্টের সংখ্যা বিজোড় রাখতে পারি।

Photo Courtesy- Lorendro Ahongsangbam (Imphal,Manipur)

আমাদের কাছে যদি কম সংখ্যক সাবজেক্ট থাকে তাহলে রুল অফ অড মেনে ছবি তোলা হলে মাঝে থাকা জিনিসটা দর্শকের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। মানে এই রুল অফ অড ব্যবহার করে কোনো জিনিসকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে আবার কোনো জিনিসকে কম গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে উপস্থাপন করতে পারব। জোড় সংখ্যায় যদি কোনো জিনিস থাকে তাহলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে না। যদি উপরের তিনটা ফুলের জায়গায় ২টা ফুল থাকত, তাহলে মস্তিষ্ক দুইটাকে প্রায় সমান গুরুত্ব দিত।

ছবিতে লাইনের ব্যবহার

আমরা আমাদের ছবি কেমন চাই? যাতে দর্শকের ভালো লাগে, সাবজেক্টের কাছে দর্শককে দ্রুত পৌছাতে পারি। নাকি? ছবি যে দেখবে সে যদি সহজেই বুঝতে পারে আমরা ছবিতে কাকে দেখাতে চাইছি বা কি বোঝাতে চাইছি তাহলে ছবি দেখে দর্শকের ভালো লাগবে। ছবিটা হয়ে উঠবে দৃষ্টিনন্দন।

লিডিং লাইন

আমরা ছবিতে দর্শকের দৃষ্টি নিয়ে খেলা করব। দর্শক কি দেখবে, কি দেখবে না, কোথায় ফোকাস করবে, কোথায় ফোকাস করবে না, সব আমরাই ঠিক করে দিব।

যেই লাইন গুলো আমাদের চোখ বা দৃষ্টিকে ছবিতে আমাদের সাবজেক্টের কাছে পৌছে দিবে তাদেরকে আমরা বলব লিডিং লাইন।

লিডিং লাইন সাবজেক্টে ফোকাস করতে সাহায্য করবে। লিডিং লাইন দিয়ে কোন সাবজেক্টে বা কোন এলিমেন্টের কাছে দর্শককে পৌছে দেওয়া হবে অনেক সহজ। এই লাইন আমাদের দৃষ্টিকে গাইড করবে।

যখন লিডিং লাইন ব্যবহার করব তখন যদি আমরা ছবির পাশের দিক থেকে সাবজেক্টের কাছে লাইন দেখাই তাহলে তা সবচেয়ে ভালো কাজ করবে। কারণ আমরা যখন ছবির দিকে তাকাই, তখন সাধারণত পাশ থেকে ছবির মাঝের দিকে তাকাই। নিচের ছবি দেখলেই আশা করি বিষয়টা পরিস্কারভাবে বোঝা যাবে।

Photo Courtesy-Sayak Tarafder, Model- Subhadra Pal

ছবিটার দিকে তাকালেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারি যে রাস্তার পাশের লাইনগুলো লিডিং লাইন তৈরী করেছে। যার কারণে সাবজেক্টের কাছে পৌছানো সহজ হয়েছে।

কোনো ছবিতে লিডিং লাইন না থাকলে আমাদের কাছে ছবিটাকে মনে হবে আগোছালো। দর্শকের জন্য ছবির

Photo Courtesy- Anirban Pan

সাবজেক্ট খুজে পাওয়া লিডিং লাইন থাকলে যেমন সহজ হত তেমন সহজ হবে না।

সবসময় যে সোজা লাইন ব্যবহার করতে হবে তা কিন্তু না। আমরা চাইলে আঁকা বাকা লাইনও ব্যবহার করতে পারব।

মনের উপর বিভিন্ন ধরনের লাইনের প্রভাব

একজন ফটোগ্রাফারের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ছবিতে মনের ভাব যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা। আমাদের সবার চেস্টা থাকবে, এমনভাবে ছবি তোলা যেন-ছবি কথা বলে। আমাদের আর ছবির দর্শকের মাঝে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হবে আমাদের তোলা ছবি। দর্শকের মনকে নিয়ন্ত্রন করতে হলে জানতে হবে ছবির কোন জিনিস দর্শকের মনে কি প্রভাব রাখে।

আনূভূমিক ও উলম্ব লাইন

আনূভুমিক আর উলম্ব লাইনের ব্যবহার করব মূলত শান্ত আর স্থির ভাব প্রকাশ করতে। উপরের ছবিটা দেখলে আশা করি এই শান্ত ভাব বুঝতে পারছি। আবার একটা উদাহরণ হিসাবে বলা যায় শান্ত সমুদ্রের ছবি যখন তুলি

Photo Courtesy- Peter Zielinski

তখন আকাশ আর সমুদ্রের মাঝে কিন্তু একটা আনুভুমিক লাইন তৈরি হয়। এই লাইনে কারনেই কিন্তু সমুদ্রের শান্তভাবটা ফুটে উঠে। আর এই লাইন না থাকলে শান্ত ভাবটা ফুটিয়ে তোলা কঠিন।

এসব আনূভূমিক লাইন কিন্তু আমাদের আশে পাশে একটু খুজলেই পেয়ে যাব। সবসময় সমদ্রে গিয়ে এই লাইন খুজতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নিচের ছবিটা একটু দেখলেই আমরা আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারব।

আমদেরকে আনূভুমিক বা হরাইজন্টাল লাইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে হরাইজন্টাল লাইন গুলো যেন ফ্রেমের সাথে ঠিকমত লেভেল করা থাকে। লাইনগুলো যাতে বাকা বা হেলানো না হয়। পরে ছবির এডিট করার সময় লাইন সোজা করতে পারলেও দেখব ফ্রেমের বা ছবির কিছু অংশ কাটা পরে গেছে। যার কারণে ছবির

Photo Courtesy- Dominik Sala

সমস্যা হতে পারে। এক্ষেত্রে ক্যামেরার গ্রিডলাইন সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে।

Photo Courtesy- Motojw photography Photographer-Jason Wiegand

ছবিতে আনূভুমিক লাইন, তা হোক সমুদ্রের তৈরি বা অন্য কিছু দিয়ে, না থাকলে আমাদের ছবি থেকে একটা শান্ত ভাব কমে যাবে বা শান্ত ভাব বোঝা যাবে না। যা উপরের এই ছবি দেখলেই আমরা বুঝতে পারব।

এখানে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে, ছবিতে লাইন না থাকার পরেও তো ছবিটা সুন্দর হয়েছে। তাহলে লাইনের এই অংশটা পড়ার মানে কি?

একটু চিন্তা করি, ছবি কে সুন্দর করতে হলে কি ছবিতে শান্ত ভাব আনতে হবে? এর উত্তর নিশ্চয়ই না। ছবির শান্ত একটা ভাব দর্শকের মনকে শুধুমাত্র শান্ত করবে। এই কারনে শান্ত সমুদ্রের ছবি দেখতে ভালো লাগে। আবার আমাদের এটাও মনে রাখা দরকার, মানুষ কিন্তু

ভয়ঙ্কর ঝরণা বা সমুদ্রে এডভেঞ্চারও পছন্দ করে। এই বইয়ে এই জিনিসটাই শিখব যে কিভাবে আমরা একটা জিনিসকে ব্যবহার করতে পারি। ছবিতে কোন জিনিসটা দর্শকের মনে কোন অনুভূতি দিবে।

কোন ছবিতে যখন কোন কিছুর শক্তিমত্তা, ক্ষমতা, বিশালত্ব এগুলো প্রকাশ করতে চাইব তখন ব্যবহার করব উলম্ব লাইন। উলম্ব লাইন কোন ছবিতে খুব ভালভাবে সাবজেক্টের ক্ষমতা ফুটিয়ে তুলবে। আবার উলম্ব লাইনও ছবিতে শান্তভাব এনে দিতে পারে।

কার্ভ লাইন বা বক্র রেখা

কার্ভ লাইন ফলো করতে মস্তিষ্কের অনেক সময় লাগে। তাই আমরা যদি চাই দর্শক অনেকক্ষন ধরে ছবি দেখুক তাহলে এই লাইনের সাহায্য নিব। এই লাইন একজন দর্শককে অনেকক্ষণ ধরে ছবি দেখতে বাধ্য করবে। এর

Photo Courtesy- Motojw photography Photographer-Jason Wiegand

মাধ্যমে একটা বক্ররেখা বরাবর দর্শকের চোখকে গাইড করানো যায়।

তীর্যক রেখা বা ডায়াগোনাল লাইন

তীর্যক লাইন বা ডায়াগোনাল লাইন দিয়ে আমরা সাবজেক্টের গতিশীলতা প্রকাশ করতে পারব। পারব কোনো একটা ছবিকে প্রানবন্ত করে তুলতে।

আনূভুমিক আর উলম্ব লাইন যেখানে ছবিতে একটা শান্তভাব এনে দিবে সেখানে তীর্যক রেখা এনে দিবে গতিশীলতা।

আমরা কোন জিনিসকে সাধারনত বাম থেকে ডানে দেখতে অভ্যস্ত। এই কারনে ডায়াগোনাল লাইন ব্যবহার

করার সময় বাম থেকে ডানের দিকে ছড়িয়ে পরা লাইন ব্যবহার সুবিধাজনক হবে।

উপরের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে সাবজেক্ট বা পাখি এবং পাখির পাখা ব্যবহার করে আমাদের

Photo Courtesy– 陳慶隆 (Chen Chin Lung)

কাংখিত ডায়াগোনাল লাইন বা তীর্যক রেখা তুলে ধরতে পেরেছি। যা ছবিতে গতিশীলতা ফুটিয়ে তুলেছে। ছবিকে করে তুলেছে প্রানবন্ত।

আমাদের কাছে ডায়াগোনাল লাইন না থাকলে সাবজেক্ট বা মডেলের বসার ভঙ্গি এবং ক্যামেরা এঙ্গেল পরিবর্তন করে ডায়াগোনাল লাইন বানিয়ে নিতে পারি।

রুল অফ স্পেস

স্পেস বা জায়গা নিয়ে জানার আগে পজিটিভ আর নেগেটিভ স্পেস কি জিনিস তা জানলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। ছবিতে যে জায়গায় সাবজেক্ট থাকে বা দেখার মত জিনিস থাকে, কোন কাজ বোঝা যায় তাকে

Photo Courtesy-Uwais Mohideen

বলব পজিটিভ স্পেস। আর ছবির যে অংশ খালি থাকে মানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড, যেখানে আমরা তেমন কাজ ফুটিয়ে তুলব না তাকে বলব নেগেটিভ স্পেস।

ধরি আমার এক বন্ধু মাঠে দৌড়াদৌড়ি করছে আর আমি তার ছবি তুলছি। ছবিতে যেই জায়গা জুড়ে সে আছে তা হচ্ছে পজিটিভ স্পেস। আর সে ছাড়া যে বাকি মাঠটা থাকবে তা হচ্ছে নেগেটিভ স্পেস। উপরের ছবিতে ডলফিনটা যেই জায়গায় আছে তা হচ্ছে পজিটিভ স্পেস আর বাকিটা নেগেটিভ স্পেস।

ছবিতে সাবজেক্টের পিছনে নেগেটিভ স্পেস না রেখে যদি সাবজেক্টের সামনের দিকে বা সাবজেক্ট যেদিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে রাখি তাহলে ছবিতে গতিশীলতা ফুটে

উঠবে যথাযথভাবে। আর দেখতেও ভালো লাগবে। যা উপরের ছবিটার দিকে তাকালেই বুঝতে পারছি। নিশ্চয়ই ডলফিনটার সামনের দিকে বা মাথার দিকে নেগেটিভ স্পেস বা খালি জায়গা না রেখে লেজের দিকে রাখলে ছবিটা এখনকার মত ভালো লাগত না।

আমি আমার এক বন্ধুর কথা বলেছিলাম যে দৌড়াদৌড়ি করছিল। এই জিনিসটার ছবি তোলার সময় যদি আমি সে যেই দিকে দৌড়ে যাচ্ছে সেদিকে খালি যায়গা বেশি রাখি মানে সাবজেক্টের সামনের দিকে বা মুখের দিকে, তাহলে ছবিটা আমাদের কাছে ভালো লাগবে। দেখে সাবজেক্টের কাজটা সহজেই বোঝা যাবে।
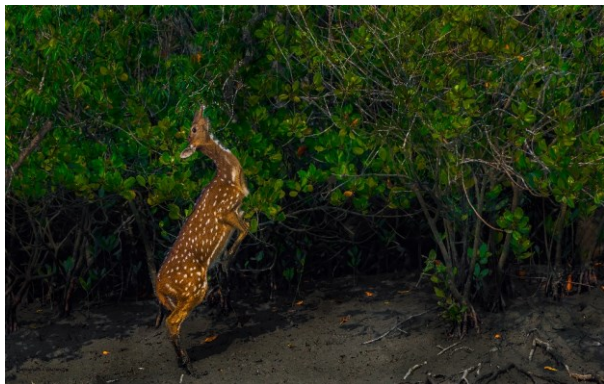
যদি এমন একটা ভাব প্রকাশ করতে চাই যে সাবজেক্ট কোনো জিনিস থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তাহলে সাবজেক্টকে ডানে আর যার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তাকে বামে রাখব। সাবজেক্টের মুখের দিকে নেগেটিভ স্পেস না রেখে তার পেছনে রাখব। তাহলেই ছবিতে এই দূরে চলে যাওয়ার কাজটা সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যাবে।

Photo Courtesy-Satyaki's Photography

Photographer- Satyaki Naha

একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা আরো পরিস্কারভাবে বোঝা যাবে। আমি আমার এক বন্ধুর ছবি তুলছিলাম যে এতক্ষণ একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন সে গাছটা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। এই সময় আমি চাইলাম তার এই গাছকে পিছনে রেখে চলে যাওয়ার জিনিসটার একটা ছবি তুলতে। আমি কিভাবে তুলব?

এইসব ছবি তোলার সময় গাছকে বামে রেখে যার ছবি তুলছি তাকে ডানদিক দিয়ে ফ্রেমের বাইরে চলে যাচ্ছে এমন একটা ছবি তুললে জিনিসটা সবচেয়ে ভালো লাগবে।

আরেকটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার, তা হল ছবিতে অনেক বেশি নেগিটিভ স্পেস আর একেবারে কম পজিটিভ স্পেস রেখে একাকিত্ব আর ক্ষুদ্রতার ভাব জাগাতে পারি।

উপরের ছবিতে পজিটিভ স্পেস ছবির সামান্য অংশ জুড়ে আছে। এই সামান্য অংশ জুড়ে থাকা পজিটিভ স্পেসই আমাদের শুন্যতা বা একাকীত্বের অনুভূতি দিচ্ছে।

Photo Courtesy- Dipankar Christopher Das

প্যাটার্ণ

আমরা কোন জিনিসে সাধারণত প্যাটার্ণ দেখতে পছন্দ করি। প্যাটার্ণ থাকলে ছবিকে লাগে আরো আকর্ষণীয়।

ফটোগ্রাফিতে আমাদের চেস্টা থাকবে যেন কোন জিনিসকে যেভাবে দেখতে আমাদের কাছে ভালো লাগে সেভাবে তুলে ধরতে পারি। তাই সবসময় চেস্টা করব যেন আমরা ছবিতে প্যাটার্ণ ব্যবহার করতে পারি।

মস্তিষ্ক সবসময় বিভিন্ন জিনিসে প্যাটার্ণ খুজতে চেস্টা করে, কোন ছন্দ খুজতে চেস্টা করে। আমরা যদি ছবিতে প্যাটার্ণ ব্যবহার করি আমাদের মস্তিস্ক ছবিতে ছন্দ খুজে পাবে। এই কাজে আমাদের সাহায্য করবে কোনকিছুর রিপিটেশন বা কোন কিছু বার বার ব্যবহার হওয়া।

রং, টেক্সচার, লাইন এগুলো ব্যবহার করেও আমরা প্যাটার্ণ তৈরী করে নিতে পারি।

ছবিতে রিপিটেশনের ব্যবহার

আচ্ছা আমরা সবাই নিশ্চয়ই গান শুনতে খুব পছন্দ করি। কখনো কি চিন্তা করেছি একটা গান বা এর সুর কেনো ভালো লাগে?

একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারব গানের সুরে একটা রিপিটেশন থাকে। এক লাইনের সাথে অন্য লাইনের সুরের একটা মিল থাকে। যদি গানের এক লাইনের সুরের সাথে অন্য লাইনের সুরের মিল না থাকত, সুর গুলো কাছাকাছি না থাকত তাহলে কি আমাদের কাছে গান ভালো লাগত? নিশ্চয়ই গান তখন আর খুব একটা ভালো লাগত না। এই মিল থাকার ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করে?

পর পর লাইনগুলোতে একই রকম জিনিস বার বার আসছে। রিপিটেশন বা পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তাই আমাদের কাছে গান বা কবিতা ভাল লাগছে। যখন ছবি তুলব

তখন যদি ছবিতে কোনোভাবে রিপিটেশন নিতে আসতে পারি তাহলে তা দেখতে আমাদের ভালো লাগবে।

গানের ক্ষেত্রে সুর যেভাবে কাজ করে ছবির কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে রিপিটেশনের কাজও কিন্তু একই রকম। যেকোন জিনিসের রিপিটেশন যেমন রং, রেখা, টেক্সচার একটা প্যাটার্ণ বানায়। আর এই প্যাটার্ণের কারনে কোন জিনিস দেখতে আকর্ষণীয় লাগে।

আবার অনেকসময় রিপিটেশন ব্যবহার করে আমরা একেবারে অন্য কোন তথ্য তুলে ধরতে পারি।

উপরের ছবিটাতে রিপিটেশন দেখতে পাই। একটু চিন্তা করি টিউবের রিপিটেশনের কারণে কি বুঝতে পারছি?

আবার, যদি কাউকে একটা টিউব নিয়ে দেখি তাহলে তা নিশ্চয়ই আলাদা একটা অর্থ প্রকাশ করবে। মানে তাকে

Photo Courtesy- Zaw Naing (Yangon,Myanmar)

দেখে তখন পর্যটকের মত লাগবে যা উপরের ছবির মানুষদের দেখে মনে হচ্ছে না। এই জায়গায় টিউবের রিপিটেশন একেবারে আলাদা কথা প্রকাশ করছে।

প্যাটার্ন ভাঙ্গা

আমাদের কাছে যদি কোনো প্যাটার্ণ থাকে তাহলে প্যাটার্ণ ভেঙ্গে একটা জিনিসে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে পারি। আমাদের মস্তিষ্ক সাধারণত প্যাটার্ণ পছন্দ করে। এই প্যাটার্ণ যদি ভেঙ্গে দেই, তাহলে প্যাটার্ণের ভাঙ্গা অংশ আমাদের মস্তিষ্ক সবচেয়ে বেশি খেয়াল করে। প্যাটার্নের ভাঙ্গা অংশকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

Photo Courtesy- Shamima Sultana

উপরের ছবিটার দিকে তাকালে আমরা এই জিনিসটা আশা করি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারব যে সবার আগে প্যাটার্ণের ভাঙ্গা অংশ আমাদের নজরে আসবে।

আমাদের যখন দরকার হবে একজাতীয় জিনিসের মধ্যে কোন একটা জিনিস জোর দিয়ে তুলে ধরার তখন যদি আমাদের কাছে প্যাটার্ণ থাকে তবে চেস্টা করব যেন প্যাটার্ণ ভেঙ্গে মূল জিনিসটাকে গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে পারি। আমরা যে সবসময় এই প্যাটার্ণের ভাঙ্গা অংশটা আগে থেকেই রেডি করা অবস্থায় পেয়ে যাব তা কিন্তু না। অনেকসময় আমাদের নিজেদের প্যাটার্ণ ভাঙ্গার কাজটা করে নিতে হবে।

ধরলাম, আমি মুদি দোকানে গিয়ে ছবি তুলছি। ক্যামেরার সামনে আছে অনেকগুলো সাদা ডিম। এই সময় আমরা যদি একটা লাল ডিম, সাদা ডিমগুলোর মধ্যে নিয়ে বসিয়ে দেই তাহলে এই লাল ডিমটাই হয়ে যাবে সাবজেক্ট। আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে যেমনটা উপরের ছবির ক্ষেত্রে পেয়েছে।

কিভাবে ছবি তুলব

মানুষ তাদের আশেপাশের জিনিসকে প্রতিদিন যেভাবে দেখে না, যেভাবে খেয়াল করে না, প্রতিদিনকার জিনিস নিয়ে ভেবে দেখে না, সেইভাবে যদি মানুষকে ভাবাতে পারি বা দেখাতে পারি তাহলে আমাদের যেকোন ছবিই দর্শকের কাছে লাগবে অসাধারণ। একটা ছবি তখনই সবচেয়ে বেশি ভাললাগবে যখন ছবি আমাদের কাছে সেভাবে উপস্থাপন করা হবে যেভাবে প্রতিদিন সাবজেক্টকে দেখে আমরা অভ্যস্ত নই।

ছবি ভাল না হওয়া আরেকটা কারণ হচ্ছে ছবি ঠিক জায়গা থেকে ঠিক কোণে তুলতে না পারা। ছবি ঠিক জায়গা থেকে তুলতে না পারলে ছবিতে সবকিছু ভালো হলেও ছবি দেখতে ভাল লাগবে না। আর ছবিতে

সাবজেক্টের কাজ ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতেও এঙ্গেল ঠিক হতে হবে।

আমরা সাধারণত আশেপাশের সব জিনিস উপরের ছবিটার মত আমাদের চোখের লেভেল থেকে দেখতেই অভ্যস্ত। যেহেতু আমরা আমাদের চেনা- পরিচিত

জগৎটাকে সবসময় এভাবে দেখি তাই এইভাবে ছবি তোলা সাধারণত ছবিতে আলাদা আকর্ষণ তৈরী করবে না।

এজন্য যদি আমাদের দেখার জায়গাটাতে সামান্য পরিবর্তন আনি মানে উপরের ছবিটার মত আমাদের

চোখের একটু উপরে বা নিচে থেকে ছবি তুলি তাহলে ছবিটা আরো আকর্ষনীয় লাগবে।

আবার আমরা যখন আমাদের চেয়ে ছোট মানে কুকুর বিড়ালকে দেখি তখন সাধারণত উপর থেকে তাকাই। আমরা আমাদের থেকে ছোট কোনো প্রাণীকে উপর থেকে দেখে অভ্যস্ত। এই জন্য আমরা যদি এইসব ছোট-খাট প্রানীর ছবি তোলার সময় একটু নিচু হয়ে ক্যামেরাটা তাদের চোখের লেভেলে ধরি তাহলে আমাদের কাছে সেই ছবি উপর থেকে তোলা ছবির চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

Photo Courtesy- Monowarul Kabir Milon

আবার যখন কোনো পাখির ছবি তুলব তখন তার সমানে ক্যামেরা নিয়ে তোলা ছবি নিচে থেকে তোলা ছবির চেয়ে বেশি ভালো লাগতে পারে।

Photo Courtesy-Uwais Mohideen

আমরা চাইলে মাটির কাছাকাছি বা আমাদের চোখের একটু উপরে রেখে ছবি তুলে দেখতে পারি কেমন লাগে। সাধারণত এঙ্গেল একটু পরিবর্তন করতে পারলে ছবিকে করে তুলতে পারব অসাধারণ।

যখন ছবিতে কোন জিনিসকে বিশাল আকারে তুলে ধরতে চাইব তখনও ক্যামেরা নিচের দিকে রেখে ছবি তুলব। তাহলে ছবিতে সাবজেক্টকে বিশাল আকারে ফুটিয়ে তোলা সহজ হবে।

Photo Courtesy- Anuska Ghosh

ফোর্সড পারস্পেক্টিভ

Photo Courtesy- Rizu Ahmed

ছবি একটা ২ মাত্রিক জিনিস। আমরা যদি আমাদের ক্যামেরা ধরার এঙ্গেল একটু পরিবর্তন করি আর সাবজেক্টকে একটু সামনে পিছনে করি তাহলে ছবিতে মানুষ বা অন্য জিনিসগুলোকে ছোট- বড় বা সামনে পিছনে করে তুলে ধরতে পারব। যা আমাদের কাছে অনেক আকর্ষনীয় মনে হতে পারে।

Photo Courtesy: Sanzila Haque, Model: Tanzila Haque

ছবিতে ব্যালান্স

ব্যালান্স বলতে আমরা সাধারণত কি বুঝি? দুইপাশে সমান জিনিস থাকা। নাকি? ফটোগ্রাফিতেও ব্যালান্স বলতে বুঝব ছবির বা ফ্রেমের দুইপাশে দেখার মত সমান বা প্রায় সমান জিনিস থাকা। দেখার মত জিনিস? সেটা আবার কি? যখন রুল অব স্পেস পড়ছিলাম তখন পজিটিভ স্পেস নিয়ে জেনেছিলাম। যার বা যে জিনিসের ছবি তুলছিলাম সহজভাবে বলতে গেলে তাই সাবজেক্ট। এই জিনিসটাকেই দেখার মত জিনিস বলব। এই পজিটিভ স্পেস দিয়েই ছবির বিভিন্ন অংশে ব্যালান্স করব।

যখন কোন ছবি তুলব তখন যদি সাবজেক্টকে ফ্রেমের একপাশে রাখি আবার সাবজেক্টেরও গতিশীলতা না থাকে, অন্যপাশে একেবারে খালি রাখি তাহলে কি হবে?

অন্যপাশে নিশ্চয়ই দেখার মত তেমন কিছু থাকবে না আর দর্শক দেখার আগ্রহ হারাবে।

আমরা চেস্টা করব যেন দেখার মত জিনিসগুলোকে পুরো ফ্রেম জুড়ে ছড়িয়ে রাখতে পারি। নাহলে ছবি দেখতে ভাল লাগবে না। পুরো ফ্রেম জুড়ে এইভাবে দেখার মত জিনিস গুলো ছড়িয়ে দেওয়া ছবিকে করে তুলতে পারে আরো আকর্ষনীয়।

ছবিতে ব্যালান্স দুই ধরনের হতে পারে। যেমন ফর্মাল ব্যালান্স আর ইনফর্মাল ব্যালান্স।

ফর্মাল ব্যালান্স

সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্সকে আমরা বলব ফর্মাল ব্যালান্স। সিমেট্রি কি জিনিস তা নিয়ে অনেকের পরিষ্কার ধারণা নাও থাকতে পারে। ছবি দেখে যদি এমন মনে হয় যে ছবির এক অংশ, অপর অংশ আয়নায় দেখলে যেরকম

Photo Courtesy- Sankar Deshmukh

দেখাবে ওইরকম তাহলে সেই ছবিকে বলব সিমেট্রিক্যাল বা প্রতিসম। কোন ছবি তোলার সময় আমাদের কাছে যদি দুইটা একই রকমের জিনিস থাকে তাহলে ফ্রেমে দুই পাশে তা রেখে দেওয়া ভাল কাজ করতে পারে। আমাদের তোলা ছবির দুইপাশে দেখতে যদি প্রায় একই রকম হয় তখন আমরা তাকে বলব ফর্মাল ব্যালেন্স।

ছবিতে সিমেট্রির ব্যবহার

ছবিতে সিমেট্রির ব্যবহার ছবিকে অসাধারণ করতে পারে। মানুষ সাধারণত সিমেট্রি দেখতে পছন্দ করে। একটু চিন্তা করলেই দেখব আমাদের কাছে পানিতে রিফ্লেকশন বা ওইরকম প্রতিসম জিনিস দেখতে ভালো লাগে।

কেন ভালো লাগে? কারণ রিফ্লেকশন ছবিতে সিমেট্রি আনে। ছবিতে সিমেট্রি থাকলে তা ফর্মাল ব্যালান্সের কাজ করে।

আমরা এমন অনেক জায়গাই পাব যেখানে সিমেট্রি আছে। একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাব মানুষের

Photo Courtesy- Ricardo Silva

মুখের এক অংশও কিন্তু অন্য অংশ আয়নাতে দেখলে যেমন দেখাবে একেবারে সেইরকম।

যে জায়গায় দর্শক সিমেট্রি আশা করে না সেখানে সিমেট্রির ব্যবহার ছবিকে করে তুলবে অসাধারণ।

ফর্মাল ব্যালান্স নিয়ে কাজ করার সময় আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখা প্রয়োজন যে ছবিতে যদি দেখার মত কিছুই না থাকে, শুধু সিমেট্রি থাকে তাহলে আমাদের ছবি দেখতে কিছুটা বিরক্তিকর লাগতে পারে।

আমরা যখন ছবিতে সিমেট্রি বা প্রতিফলন নিয়ে কাজ করব বা সিমেট্রির ছবি তুলব তখন চেষ্টা করব যেন আমরা আসল জিনিস আর প্রতিফলনকে সমান জায়গা দিতে পারি।

ইনফর্মাল ব্যালান্স

ইনফর্মাল ব্যালান্সের ক্ষেত্রে আমরা দুইটা আলাদা জিনিস নিয়ে ব্যালান্স করার চেস্টা করব। যেহেতু এইখানে দুইটা আলাদা আলাদা জিনিস দিয়ে ব্যালান্স করব তাই এ ধরণের ব্যালান্সকে বলব ইনফর্মাল ব্যালান্স। এই ক্ষেত্রে ফ্রেমের দুই পাশে এমনভাবে দুইটা আলাদা জিনিস রাখার চেস্টা করব যেন তাদেরকে দেখতে প্রায় সমান সাইজের মনে হয়।

সবসময় যে মানুষ বা জিনিসপত্র দিয়ে ব্যালান্স ঠিক রাখতে হবে এমন কোনো কথা আছে নাকি? আমরা চাইলে আলো ছায়া ও ব্যবহার করতে পারি।

দুইটা আলাদা জিনিসের ছায়া যদি আমাদের ছবিতে থাকে আর দেখে মনে হয় যে তারা সমান আকারের

Photo Courtesy-Safayet Hossen

(দেখার সময় সমান উৎসাহ জাগায়), তাহলে আমরা এই আলো ছায়াকেই কাজে লাগাতে পারি।
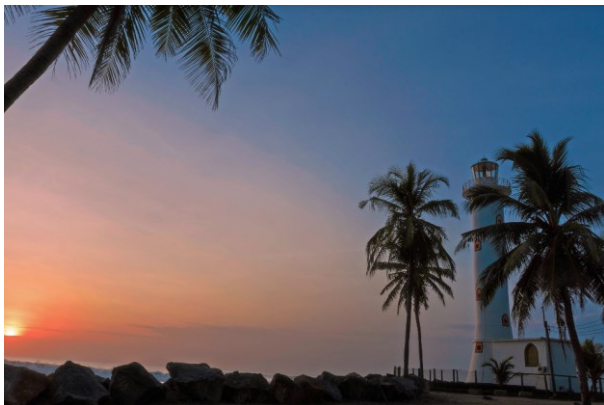
Photo Courtesy- Uwais Mohideen

ফ্রেমের ভিতরে ফ্রেম

ছবি তোলার সময়, কম্পোজিশন ভালো করার আরেকটা সহজ উপায় হচ্ছে ছবিতে জিনিসগুলো এমনভাবে দেখানো যেন মনে হয় ছবির ভেতর আরো একটা ফ্রেম আছে। আমাদের মস্তিস্ককে যদি সহজে সাবজেক্ট বা যেই জিনিস দেখাতে চাই তা বোঝাতে পারি তাহলে ছবিটা দেখতে আমাদের কাছে অনেক আকর্ষনীয় মনে হয়। ছবি তোলার সময় আমরা যখন ফ্রেমের ভিতর ফ্রেম রাখি তখন আমরা আমাদের মস্তিস্ককে বোঝাই যে আমাদের ফ্রেমের মধ্যে যেই জিনিসটা আছে তাই ছবিতে দেখার জিনিসটা বা সাবজেক্ট। এই জিনিস বোঝানোই সহজভাবে আমাদের চোখকে সাবজেক্টের কাছে পৌছায়। যার কারনে দেখতে ভালো লাগে। আর্কিটেকচারাল ছবি তোলার সময় জিনিসটা সহজে পাওয়া যায়। ঘরের জানালা, দরজা, এগুলো আমাদের ফ্রেমের কাজ করতে পারে।

Photo Courtesy- Devashis Roy

আবার ফ্রেমের যে সবসময় বাস্তব অস্তিত্ব থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই।

আমরা আমাদের সুবিধা মত গাছের ডাল বা আশে-পাশের প্রকৃতি ব্যবহার করেও ছবিতে আরেকটা ফ্রেম তৈরী করতে পারি।

আবার এই ফ্রেম যদি ছবির সবদিকে না পাই তবে পাশে বা উপরেও ফ্রেমিং এর কাজ করা আমাদের জন্য সুবিধা জনক হবে। মূল কথা হল যতটুকু পারি, যতদিকে পারি, ছবিতে ফ্রেম রাখার চেস্টা করব।

Photo Courtesy- Peter Zielinski

বাম থেকে ডানে ছবি তোলা

জীবনের বেশিরভাগ সময় ই আমরা বাম থেকে ডানে লেখা পরে এসেছি। যা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই দর্শক যখন ছবি দেখে বেশিরভাগ দর্শক বাম থেকে ডানে ছবি দেখার চেস্টা করে। দর্শক যেহেতু বাম থেকে ডানে ছবি দেখতে চায় তাই চেস্টা করব যেন সাবজেক্টকে বেশিরভাগ সময় বাম দিকে রাখতে পারি। তাহলে তা আমাদের জন্য সুবিধার হবে, ছবি দেখতে আকর্ষনীয় লাগবে।

Photo Courtesy- Nyi Chaw (Pindaya, Myanmar)

পাহাড়ে গিয়ে ছবি তুলছি। ছবিতে পাহাড় আর মডেল আছে। এই সময় চিন্তা করতে হবে দর্শককে কোন জিনিসটা আগে দেখাতে চাই। পাহাড় না মডেল। যদি চাই দর্শক প্রকৃতি আগে দেখুক তাহলে ছবির বাম পাশে পাহাড় আর ডানে মডেলকে রাখতে পারি।

আমাদের কাছে কোন ছবি দেখতে ভালো লাগে? যেই ছবি দেখে সহজে ছবির অর্থ বোঝা যায়, সহজে ভাবের গভীরতা বোঝা যায় সেটাইতো? নাকি?

আমরা যখন ছবিতে গতিশীলতা তুলে ধরতে চাইব তখন চেস্টা করব যেন গতিশীলতার ব্যাপারটা আমরা বাম থেকে ডানে দেখাতে পারি।

একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে তা হল মানুষের ভালো লাগা, খারাপ লাগা, সবকিছুই কিন্তু মানুষের অভ্যাস, জায়গা, আশে পাশের মানুষ, আশে পাশের মানুষের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তীত হয়। আমরা বাম থেকে ডানে পড়তে অভ্যস্ত। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব পৃথিবীর সব মানুষ কিন্তু বাম থেকে ডানে পড়তে অভ্যস্ত না। যারা বাংলা ইংরেজি এইসব থেকে আরবী বেশি পড়ে বা বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের দিকের দেশগুলোতে থাকে তাদের জন্য এই নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটতেই পারে। তবে আশার কথা হল পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই বাম থেকে ডানে পড়তে অভ্যস্ত।

ছবিতে আকর্ষণ আর উত্তেজনা নিয়ে আসা

ছবিতে যদি এমন একটা ভাব আনতে চাই যেন যে ছবিটা দেখবে সে চিন্তা করে যে, ছবির পরের মূহুর্তে কি ঘটবে তাহলে আমরা কোনো কাজ শুরু বা শেষ হওয়ার আগের ঘটনার ছবি তুলব।

বিষয়টা সহজে বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দেই। যখন ফুটবল খেলা দেখি তখন আমরা কোন সময়টাতে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা অনুভব করি? গোল হওয়ার পরে? যখন জানা হয়ে যায় খেলায় কে জিতবে তখন? নিশ্চয়ই না। গোল হওয়ার আগে দর্শক নিশ্চয়ই এই চিন্তা করতে থাকে গোল হবে নাকি হবে না। এই চিন্তা আর উত্তেজনাই দর্শককে খেলাতে আটকে রাখে, দর্শকের কাছে খেলা ভালো লাগায়।

এইভাবে কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগের মুহূর্তের ছবি তুললে ছবির দর্শকের মাঝে এমন একটা ভাব কাজ

করবে যেন সে জানতে চায় এর পরের মুহর্তের কথা। এই আকর্ষণ আর উত্তেজনাই ছবির দিকে দর্শককে দেখতে বাধ্য করবে, ছবি নিয়ে চিন্তা করাবে। বাধ্য করবে ছবিকে দর্শকের কাছে ভাল লাগতে।

মনে করি পুকুরের পাশে একটা মাছরাঙ্গা পাখি দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর পর পাখিটা মাছ ধরার জন্য পুকুরের উপরে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এখন একটু চিন্তা করি মাছরাঙ্গা পাখিটার কোন সময় তোলা ছবি আমাদের কাছে সবচেয়ে ভাল লাগবে?

আমি যদি পাখিটার পুকুর পাড়ে শান্তভাবে দাড়িয়ে থাকার ছবিটা তুলি, তাহলে তা বেশি ভালো লাগবে ? নাকি পাখিটার মাছ ধরতে ঠোট নিচু করে উড়তে উড়তে পুকুরে ঠোট ডুবিয়ে দেওয়া বেশি ভালো লাগবে? আমাদের কাছে নিশ্চয়ই পরের ছবিটা কেই বেশি উৎসাহজনক মনে হবে।

ছবিতে এক্সপোজার

যখন কোন ছবি তুলব তখন কতটুকু আলো বা অন্ধকার আসবে তাকেই আমরা এক্সপোজার বলব।

মূলত ছবিতে ISO, শাটার স্পিড আর অ্যাপারচার এই তিনটা একসাথে মিলে এক্সপোজার নির্ধারণ করে। এই কারণে এক্সপোজারের ব্যাপারটা প্রথমদিকে একটু জটিল মনে হতে পারে।
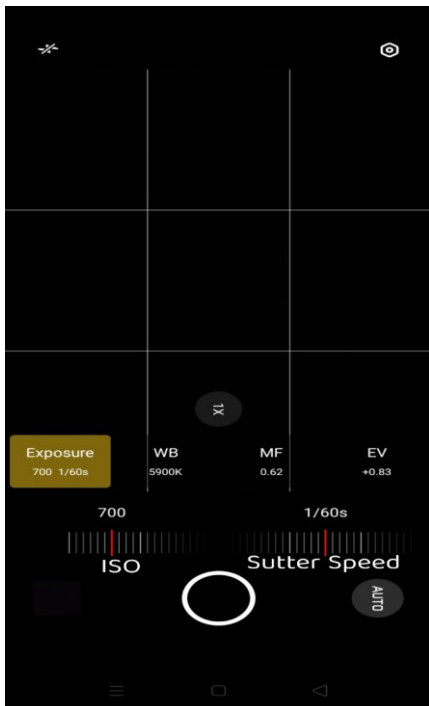
যারা নতুন নতুন ফটোগ্রাফি করছি তারা অনেকেই জানি না মোবাইলে আমরা কিভাবে আমাদের এক্সপোজার কন্ট্রোল করতে পারব। মোবাইলের প্রো মোডে (বা

এক্সপার্ট মোড) গিয়ে আমরা এক্সপোজার নিয়ন্ত্রন করব। আবার মোবাইলে যদি এই এক্সপোজার নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা না থাকে তবে আমরা বাইরের কিছু এপ (যেমনঃ Camera FV-5 lite) ব্যবহার করতে পারি।

খুব সহজভাবে বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দেই। ধরি, কোন অন্ধকার রুমে আমি আছি। ভিতরে কোন আলো নেই। এবার আলো পাওয়ার জন্য একটা জানালা খুলে দিলাম। উল্টা দিকের দেওয়ালে আলো পরছে। আমি কিছুক্ষন পর পর জানালা বন্ধ করছি রুম অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, আবার কিছুক্ষন পর জানালা খুলে দিচ্ছি। এখন আমি রুম টাকে যদি ক্যামেরার মত কল্পনা করি, তাহলে জানালা খোলার আগে কিন্তু রুম অন্ধকারে থাকবে (ক্যামেরার ভিতরেও তো অন্ধকার থাকে, তাই না?)। এবার যদি আমি ২টা জানালা খুলে দেই, তাহলে কি হবে? রুমে বেশি আলো প্রবেশ করতে পারবে। আর

জানালা অর্ধেক খুললে কি হবে? আলো কম প্রবেশ করবে। ক্যামেরার আপ্যারচারও একেবারে এই জিনিসের মত। অ্যাপারচার বড় হলে আলো ক্যামেরায় বেশি ঢুকবে আর অ্যাপারচার ছোট হলে ক্যামেরায় আলো কম ঢুকবে।

অর্থাৎ, বড় আপ্যাচার= বড় ছিদ্র = কম আপ্যাচার নাম্বার= কম ডেপথ অফ ফিল্ড (ডেপথ অফ ফিল্ড কি জিনিস, কি করে এটা দিয়ে, আমরা একটু পরেই জানব।)

আবার,

ছোট আপ্যাচার= ছোট ছিদ্র= বড় আপ্যাচার নাম্বার = বড় ডেপথ অফ ফিল্ড।

মনে আছে? আমি কিছুক্ষন পর পর জানালা খুলছিলাম আর বন্ধ করছিলাম। আচ্ছা, এবার যদি আমি বেশি সময়ের জন্য জানালা খোলা রাখি তাহলে কি হবে?

জানালা একই থাকলেও আলো বেশি আসবে। আর যদি আমি কম সময় জানালা খোলা রাখি তাহলে? জানালা একই কিন্তু আলো কম আসবে। ক্যামেরার ক্ষেত্রে শাটার স্প্রিডও একই রকম। আসলে শাটার স্প্রিড হল কতক্ষন ক্যামেরার শাটার খোলা থাকবে তা। কম সময় শাটার খোলা রাখা জানালা কম সময় খোলা রাখার মত।

যারা নতুন এই শাটার স্প্রিডের জিনিসটা ব্যবহার করব বা ব্যবহার করছি তাদের কাছে একটা জিনিস একটু কনফিউজিং লাগতে পারে। তা হল, শাটার স্প্রিড কোনটাকে আমরা বেশি আর কোনটাকে কম বলব। মানে শাটার স্প্রিডের একটা পরিমাপ আমাদের ক্যামেরায় দেওয়া আছে, ১/২০০০ s, ১ s,২ s এমন। এর মধ্যে কোনটা বেশি আর কোনটা কম?

একটু চিন্তা করি ক্যামেরার শাটারকে কিন্তু আমরা আমাদের দরজা বা দোকানের শাটারের মত চিন্তা করতে পারি। আমরা যদি দরজা বন্ধ করতে বেশি সময় নেই তাহলে কি বলব? আমাদের গতি/ স্প্রিড বেশি না কম? অবশ্যই বলব যে আমাদের স্প্রিড বা দরজা বন্ধের স্প্রিড কম।

যখন ক্যামেরার শাটার স্প্রিড আমরা ৮ বা ১৬ সেকেন্ড সেট করি, তখন আমরা নিশ্চয়ই বলব যে আমাদের শাটার স্প্রিড কম। দরজার কথা বলতে গেলে দরজা বন্ধ করতে বেশি সময় লাগছে আর যখন শাটার স্প্রিড ১/৪০০০ s বা ১/৮০০০ s সেট করব, তখন আমাদের শাটার স্প্রিড বেশি। দরজার কথা চিন্তা করলে দরজা বন্ধ হতে কম সময় লাগছে, দরজা দ্রুত বন্ধ হচ্ছে।

মানে সেকেন্ড বাড়লে তাহলে শাটার স্প্রিড কমে আর যদি সেকেন্ড কমে তাহলে শাটার স্প্রিড বাড়ে।

আমি অনেক্ষণ ধরে রুমে বসে আছি। ভাল লাগছে না। আমার পাশে সানগ্লাস ছিল। আমি পরে ফেললাম। কি হল এবার? আলো আর জানলা একি আছে কিন্তু আমি দেখছি কম আলো আসছে। মানে কি? আমার চোখ আলোর প্রতি কম সংবেদনশীল হয়ে গেছে। ক্যামেরায় আইএসও কিন্ত একইভাবে কাজ করে। আইএসও কমিয়ে দিয়ে ক্যামেরাকে করতে পারব আলোর প্রতি কম সংবেদনশীল আর আইএসও বাড়িয়ে ক্যামেরাকে করতে পারব আলোর প্রতি বেশি সংবেদনশীল।

এই তিনটার কম্বিনেশনেই পাব পারফেক্ট শট। আর এই জিনিস ঠিকভাবে যাতে করা যায় তার জন্য আমাদের একটু প্রেকটিস করতে হবে। আর আমরা অনেক অসাধারণ কাজ করতে পারব এই তিনটা জিনিস ঠিকভাবে ব্যবহার করে (একটু পরেই আমি কয়েকটা ব্যবহার দেখানোর চেস্টা করেছি)।

দিনের বেলা যখন অনেক লাইট থাকবে তখন সাধারণত ছবি তোলার সময় আইএসও কম আর শাটার স্প্রিড বেশি লাগবে।

এক্সপোজার কম হলে ছবি হবে আন্ডার এক্সপোজড, অন্ধকার। আর এক্সপোজার বেশি হলে ছবি হবে ওভার এক্সপোজড, বেশি উজ্জল।

একটু চিন্তা করি আমাদের চোখ যদি আলোর প্রতি কম সংবেদনশীল হয় আর অনেকক্ষণ ধরে আলো প্রবেশ করে তাহলে কিন্তু আমরা স্বাভাবিক অবস্থার মতই ছবি পাব। এই অবস্থাকে আমরা বলব লং এক্সপোজার। এইসব ক্ষেত্রে গতিশীল জিনিসগুলো ব্লার হয়ে যাবে আর স্থির জিনিসগুলো শার্প থাকবে।

উপরের ছবিটার মত গতিশীল জিনিস বা এক্ষেত্রে গাড়ি ব্লার হয়ে যাবে আর স্থির জিনিস যেমন বিল্ডিং বা রাস্তা শার্প থাকবে এসব লং এক্সপোজারে ছবি তোলার সময়।

যখন আমরা ছবি তুলব তখন আমাদের মনে রাখতে হবে iso বাড়ালে কিন্তু ছবিতে নয়েজও বেড়ে যাবে। ছবি দেখতে ভাল লাগবে না। আমরা ছবিতে নয়েজ কমানোর

Photo Courtesy-Fascinating Imagery, Photographer- Anees Khan

জন্য আইএসও সাধারণত ৪০০ এর কম রাখার চেস্টা করব। নাহলে নয়েজের কারনে ছবির মান খারাপ হয়ে যেতে পারে।

নয়েজ কমানোর জন্য আমরা যে কাজ করতে পারি তা হল ছবি তোলার সময় আইএসও আর শাটার স্প্রিড কমিয়ে দেওয়া। তাহলে ক্যামেরা কম সেনসিটিভ হলেও বেশি সময় ধরে আলো ঢুকতে পারার কারনে ছবি আগের মতই থাকবে।

শাটার স্প্রিড কমিয়ে লং এক্সপোজারে যখন ছবি তুলব তখন চেস্টা করব ট্রাইপড ব্যবহার করতে। নাহলে ছবি ব্লার হয়ে যাবে, শার্পনেস কমে যাবে, দেখতে ভালো লাগবে না। ঠিক কখন ট্রাইপড ব্যবহার করব? শাটার স্প্রিড কতো এর কম হলে আমাদের ট্রাইপড ব্যবহার করতে হবে?

ক্যামেরায় একটু জুম করি। হাতের সামান্য নড়াচড়ায় নিশ্চয়ই ছবিতে অনেক বড় নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি। আমরা যখন টেলিফটো লেন্স ব্যবহার করব জিনিসটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারব। এই সামান্য নড়াচড়ায় যাতে ছবি ব্লার হয়ে না যায় তাই ট্রাইপড ব্যবহার করব। এই কাজের জন্য আমাদের লেন্সের ফোকাস দূরত্বটা জানতে হবে।

ধরলাম, আমাদের ক্যামেরার লেন্সের ফোকাস দূরত্ব হচ্ছে ৫০ মি.মি.। তাহলে আমরা যদি ১/৫০ সে. এর কম শাটার স্প্রিডে (ধরলাম ১ সেকেন্ডে) কোনো ছবি তুলি তাহলে ছবি তোলার সময় ট্রাইপড ব্যবহার করতে চেস্টা করব।

আবার আমরা যদি ৩০০ মিমি লেন্স ব্যবহার করি তাহলে ১/৩০০ সেকেন্ডের চেয়ে কম শাটার স্প্রিডে(ধরি ১/৫০ সেকেন্ডে) ছবি তুলতে ট্রাইপড ব্যবহার করব। নাহলে

ছবি একটু ব্লার হয়ে যেতে পারে। আমাদের উচিত এই নিয়ে সবসময় সতর্ক থাকা।

যেহেতু স্লো শাটার স্পিড নিয়ে কথা বলছি তাহলে ছবি তোলার সময় হাত কাপাকাপির কথাও বলে ফেললে সবার জন্যই ভালো হবে। অবশ্য অনেক বেশি শাটার স্পিডে, মানে ১/১০০০ s বা এই রকম কিছুতে হাত কাপাকাপি করলেও তেমন কোনো সমস্যা নেই। ছবি তোলার সময় স্টেবল শট নেওয়ার জন্য ক্যামেরাকে দুই হাত দিয়ে ধরে আমাদের গায়ের বা মূল দেহের কাছাকাছি রাখার চেস্টা করব। তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না। আর ছবি তোলার সময় নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে ছবি তুললে ছবি হবে আরো স্টেবল।

শাটার স্প্রিডের কিছু কাজ

আমরা যখন নদী বা ঝরণা এসব জিনিসের ছবি তুলি তখন চাইলে ফুটিয়ে তুলতে পারি এদের আগ্রাসী বা প্রানবন্ত ভাব। আবার চাইলে ফুটিয়ে তুলতে পারি এদের শান্ত ভাব।

শাটার স্প্রিড বাড়িয়ে দিয়ে দেখানো যায় ঝরণার পানি ছিটানোর বিষয়টা আর প্রকৃতির আগ্রাসী বা প্রানবন্ত ভাব। আবার শাটার স্প্রিড কমিয়ে আমরা ঝরণার স্মুথ, সিল্কি, শান্ত ভাবটা দেখাতে পারি।

Photo Courtesy- Jesse Bradford

উপরের ছবিটার দিকে তাকাই। আমরা ঝরণার পানি পড়ার সময় একটা সিল্কি ভাব দেখতে পাচ্ছি। এই সিল্কি ভাব তুলে ধরার জন্য আমরা আইএসও আর শাটার স্প্রিড দুটোই কমিয়ে নিব (কমপক্ষে ১-২ s)।

একটা বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন যে যদি ছবি তোলার সময় কোনো মানুষ বা অন্য কিছু থাকে যা নড়াচড়া বা দৌড়াদৌড়ি করছে, তাহলে ছবিতে কিন্তু ব্লার হওয়া মানুষ বা নড়াচড়া করা মানুষ আসবে। আমাদের উদ্দেশ্য যদি মানুষের নড়াচড়া তুলে ধরা না হয় তবে আমাদের কাছে তা দেখতে বেশ বিরক্তিকর মনে হবে।

আর যদি উপরের ছবির মত ঝরণার পানি ছিটানোর বিষয়টা তুলে ধরতে চাই তাহলে আইএসও আর শাটার স্প্রিড বাড়িয়ে নিব (মোটামুটি ১/৫০০-১/১০০০ সেকেন্ড এ রাখব)। তাহলে ছবিতে খুব ভালোভাবে পানির ছিটিয়ে পড়ার জিনিসটা ফুটে উঠবে। ঝরণার প্রানবন্ত ভাবটা ফুটে উঠবে ভালোভাবেই।

Photo Courtesy- Moniruzzaman Titu, Model- Rokeya Mukta

ছবি তোলার সময় শাটার স্পিড কমিয়ে আমরা আরো কিছু আকর্ষনীয় কাজ যেমন লাইট দিয়ে লেখালেখি বা নানারকম নকশা তৈরী করতে পারব।

উপরের ছবিটার মত ছবি তুলতে চাইলে শাটার স্পিড কমিয়ে নিব যতটা সম্ভব। আবার আইএসও কমিয়ে সবচেয়ে কম করে রাখব। লম্বা একটা এলইডি লাইট

Photo Courtesy- rod.evans.visual, Photographer- Rod Evans

নিয়ে বা টিউবে (সহজে কাজ করার জন্য পাইপে) লাইট লাগিয়ে আমরা নকশা তৈরী করব। চেস্টা করব যেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে এই কাজ করতে পারি। যদি পুর্ণিমার রাত বা এমন জায়গায় ছবি তোলার চেস্টা করি যেখানে চারপাশের পরিবেশে আলো অনেক বেশি তাহলে ছবি দেখতে বাজে লাগতে পারে।

Photo Courtesy -François Punzo

যদি আমাদের এই লাইটের নড়াচড়া সাবজেক্টের পিছনে গিয়ে করি, লাইটের সামনে সাবজেক্ট থাকে আর চাই উপরের ছবিটার মত সাবজেক্টকেও স্পষ্ট দেখাবে, তাহলে খুব কম সময়ের জন্য লাইট (আলাদা কোনো লাইট) অন করে রাখতে পারি।

এ ক্ষেত্রে পিছনের লাইটের পেইন্ট দেখা যাবে আর একইসাথে সাবজেক্টকেও দেখা যাবে। মাথায় রাখতে হবে কাজের সময় যাতে সাবজেক্ট ব্লার হয়ে না যায়। পিছনের নকশা করানোর কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করাতে হবে। আর খেয়াল রাখতে হবে, যে নকশার কাজ করছে সে এমন ভাবে দাঁড়ায় যেন সাবজেক্টের কারণে আড়াল হয়ে যায়। ছবিতে কেবল সাবজেক্টকেই দেখা যায়।

লাইট দিয়ে লেখালেখি করার সময় খেয়াল রাখব আমাদের লিখতে সময় লাগবে অনেক বেশি। শাটার স্পিড ১৬ সেকেন্ড বা তার কম থাকলে অনেক সুবিধা হবে। আর আইএসও ১০০ বা এর কাছাকাছি রাখা সুবিধাজনক হবে। আর এই ছবি তোলার সময়

Photo Courtesy-Jason R. Samson

চারপাশের লাইটের দিকে খেয়াল রাখব। চারপাশের লাইট বেশি থাকলে লেখা ভালোভাবে ফুটে উঠবে না বা বোঝাই যাবে না।

এধরনের লাইট দিয়ে লেখার সময় আমাদেরকে উল্টা করে লিখতে হবে বা ছবি তোলার পর পুরো ছবি মিরর বা ফ্লিপ করে নিতে হবে। লেখার সময় আলাদা লাইট ব্যবহার করার চেস্টা করব। আলাদা লাইট না থাকলে অন্য একটা ফোন নিয়ে তার স্ক্রিনের লাইট দিয়েই কাজ চালাতে পারি। আমাদের ফোনের স্ক্রিনে যে রঙ্গের লেখা লিখতে চাই সে রঙ্গের ওয়াল্পেপার বা ওই রঙ্গের কোন কিছুর ছবি তুলে তা বের করে রাখলে হবে। আর এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণ লেখার সময় খেয়াল রাখব যেন দুই বর্ণ লেখার সময় ফোনের স্ক্রিন বা লাইট বন্ধ থাকে। নাহলে উপরের ছবির মত এক অক্ষরের সাথে অন্য অক্ষর যুক্ত থাকবে। আমরা যদি দাগ সহ ছবিতে দেখাতে চাই তাহলে অবশ্য অন্য কথা।
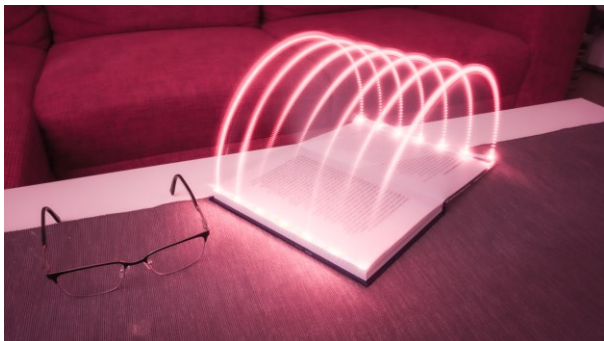
আমরা চাইলে উপরের ছবিটার মত বইয়ে লাইট লাগিয়েও কিছু এফেক্ট দেখাতে পারি ছবিতে। এই জিনিসটা ছবিতে একটা ড্রামাটিক শট এনে দিবে। এই কাজ করার জন্য এক লাইনে থাকে এমন এলইইডি জোগাড় করতে হবে। বইয়ে লাইন ধরে লাইট লাগিয়ে কম শাটার স্প্রিডে আস্তে আস্তে বই খুললেই হবে।

Photo Courtesy- Florian Bonau

উপরের ছবি আমাদের অনেক আকর্ষণীয় লাগছে। অনেকেই নিশ্চয়ই এই ছবির মত ছবি তুলতে চাই। এ ধরনের ছবি

Photo Courtesy- Gamblis LLP

তোলার জন্য আমাদের তেমন কোন জিনিস লাগবে না। কিছু স্টিলওল, হ্যান্ডহুইস্ক আর দড়ি হলেই আমাদের কাজ চলবে। আমাদের শাটার স্পিড কম করা লাগবে। এই কাজে সময় লাগবে অন্তত ৫-১০ সেকেন্ড।

Photo Courtesy- Taslima Suity

এই ছবি তোলার জন্য আমরা স্টিল ওল , হ্যান্ড হুইস্কের ভিতরে দিয়ে হ্যান্ড হুইস্কের সাথে একটা দড়ি বেধে স্টিল উলে আগুন জ্বালাব আর যেদিকে বৃত্ত চাই (মাথার উপরে বা এক পাশে), সেদিকে ঘোরাব। এই ক্ষেত্রেও চেস্টা করব আইএসও কমিয়ে রাখতে আর অন্ধকার জায়গায় কাজ করতে। তবে এ সময় ফটোগ্রাফারের অন্য কোন ইচ্ছা থাকলে তা আলাদা কথা (মানে ফটোগ্রাফার যদি চান যাতে চারপাশের পরিবেশটাও দেখা যায় তখনতো একটু লাইট লাগবেই)।

আবার আমরা একটা গ্লাস বল ব্যবহার করেই এইসব ছবিকে করে তুলতে পারি একটু অন্যরকম। অনেক সময় ছবিতে গ্লাস বলের ব্যবহার ছবিতে আলাদা মাত্রা যোগ করতে পারে।

Photo Courtesy- Gamblis LLP

এই ধরনের ছবি তোলার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

বজ্রপাতের ছবি তোলা

বজ্রপাতের ছবি তোলার সময় সবচেয়ে ভাল সময় হল রাত। কারন এই সময় চারপাশে আলো অনেক কম থাকে। এসব ছবি তোলার সময় শাটার স্পিড অনেক

Photo Courtesy- KCH Photography, Photographer- Clinton H

কম রাখার চেস্টা করব। নাহলে আলো বেশি হলে ছবি হবে ওভার এক্সপোজড। এই ওভার এক্সপোজড ছবি দেখতে যে বিরক্ত লাগবে তাই না, ছবিতে বজ্রপাত হয়ত দেখাই যাবে না। আর রাতে আলো কম থাকায় অনেকক্ষন শাটার খোলা রাখতে পারব কোন সমস্যা ছাড়াই।

এই সব বজ্রপাতের ছবি তোলার সময় শাটার স্প্রিড রাখব ৪ সেকেন্ড বা তার কম। তাহলে ক্যামেরার সামনে যেকোন বজ্রপাতের ছবি মিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

তারা বা মিল্কিওয়ের(আকাশ গঙ্গা) ছবি তোলা

Photo Courtesy-Munzeer Mohamed

আমরা উপরের ছবিগুলোর মত ছবি তুলতে পারি ফোনের ক্যামেরা বা ডিএসএলআর ব্যবহার করে। তবে এইসব ছবি এমন জায়গা থেকে তুলতে হবে যেখানে আলো দূষণ একেবারে কম। আলো দূষন? এটা কি জিনিস?

রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা হয়ত দেখতে পাই আকাশে দূরে শহরের বা দূরে জ্বালানো কোনো লাইটের কারণে রাত ঠিক অন্ধকার দেখায় না। এটাই আলো দূষণ। যখন আকাশে তারার ছবি তুলব, তখন এই আলো দূষনের কারনে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। আলো দূষণ বেশি হলে আমরা আকাশে তারা বা মিল্কি ওয়ের ছবিই পাব না।

বর্তমানে বিভিন্ন এপ ব্যবহার করে আমরা আমাদের এলাকার আলো দূষনের পরিমান দেখতে পারি।

এ ধরনের ছবি তুলতে মোবাইলে আইএসও বাড়িয়ে নিব যতটা পারি, একই সাথে সাটার স্প্রিড কমিয়ে নিব। সাধারণত শাটার স্প্রিড ১৬-৩২ সেকেন্ডে থাকবে। এরপর ফোকাসকে ম্যানুয়াল ফোকাস করে ফোকাস রাখব ইনফিনিটি বা অসীমে। এই কাজের জন্য ট্রাইপড অনেক সুবিধার হবে। ট্রাইপড না থাকলে মোবাইল উল্টা করে বা কোনো কিছুর সাথে হেলান দিয়ে রেখে দিতে পারি।

শাটার ক্লিক করার সময় আঙ্গুলের ধাক্কায় মোবাইলে বা ক্যামেরায় একটু ঝাকুনি লাগতে পারে, যার কারণে ছবি ব্লার হয়ে যেতে পারে। এই জিনিসটা যাতে না হয়, তাই রিমোট ট্রিগার বা ফোনের টাইমার ব্যবহার করতে পারি। এতে করে আমাদের ছবি ব্লার হবে না।

৫০০ র নীতি

কিছুক্ষন আগে দেখেছিলাম লং এক্সপোজারে ছবি তোলার সময় গতিশীল বা চলমান জিনিসগুলো ব্লার হয়ে যায়। আকাশে তারা ও তো চলমান। তারার বা মিল্কিওয়ের ছবি তোলার সময়ও আমাদের ছবিতে তারা ব্লার হতে পারে। ছবিতে যাতে তারা ব্লার না হয় বা গতিশীলতার জন্য লাইন আকারে দেখা না যায়, তাই এই ৫০০র নীতি।

এই রুল অনুসারে, ফুল ফ্রেম ক্যামেরায় যখন তারার ছবি তুলব তখন শাটার স্পিড সর্বনিম্ন হবে ৫০০/লেন্সের ফোকাস দূরত্ব।

লেন্সের ফোকাস দূরত্ব যদি ১৪ মিমি হয়, তাহলে শাটার স্পিড রাখতে হবে $\frac{৫০০}{১৪}$ = ৩৬ *সেকেন্ড* । লেন্সের ফোকাস দূরত্ব যদি ৫০ মিমি হয়, তাহলে শাটার স্পিড রাখতে হবে $\frac{৫০০}{৫০}$ = *১০সেকেন্ড* । ১০ সেকেন্ডের কম,

মানে ১৬ বা ৩২ সেকেন্ড শাটার স্প্রিড রাখলে আমাদের ছবিতে তারাগুলো বিন্দু আকারে না এসে একটা লাইন দেখা যাবে।

- অনেকের কাছে এই মিল্কিওয়ের বিষয়টা জানা নাও থাকতে পারে। আমাদের এই বিশ্বজগত অনেকগুলো নক্ষত্র (সূর্যের মত একই জিনিস) নিয়ে গঠিত হয়েছে। এই জিনিসগুলোকে আমরা তারা হিসাবে চিনি। মহাকাশের কোথাও কোথাও অনেকগুলো তারা একসাথে কাছাকাছি আছে। সূর্য যেখানে আছে তাকে আমরা বলি মিল্কিওয়ে, বাংলায় আকাশগঙ্গা।

শুধু যে শাটার স্প্রিড কমিয়ে আমরা নানা কাজ করতে পারব তা কিন্তু না। শাটার স্প্রিড বাড়িয়েও অনেক কাজ করতে পারব।

সমুদ্রে ঝড়ের ছবি তুলতে গেলাম, ছবিতে যদি ঝড়ের আগ্রাসী ভাব ফুটে না উঠে শান্ত ভাব ফুটে উঠে তাহলে ছবিতে যা চাচ্ছি তা আমরা পাব না। ছবি দেখতে বিরক্তিকর লাগতে পারে।

এ জন্য উপরেরটার মত ছবি তোলার সময় চেস্টা করব যেন শাটার স্প্রিড থাকে বেশি (১/৪০০০ - ১/৮০০০

Photo Courtesy- Uwais mohideen

এর মত)। তাহলে ছবিতে আগ্রাসীভাবটা ভালো-ভাবে ফুটে উঠবে।

গতিশীল অনেক কাজকে স্থির অবস্থায় দেখাতে পারব এই ফার্স্ট শাটার স্পিড ব্যবহার করে। শাটার স্পিড যদি বাড়িয়ে রাখি, মানে ১/৪০০০ s -১/২০০০ s এই রকম, তাহলে লাফালাফি বা অনেক কাজেরই ছবি তুলতে পারব। যেখানে আমাদের ছবি দেখে মনে হবে সব কাজ থমকে গেছে।

যখন আমরা খেলাধুলা, দৌড় এই জিনিসগুলোর ছবি তুলব তখন শাটার স্পিড বাড়িয়ে নিব। তাহলে খেলোয়ারদের দৌড়ঝাপ, লাফালাফি এইসব ছবি তুলতে পারব সহজেই।

ডেপথ অফ ফিল্ড

আমরা যখন ছবি তুলব তখন আমাদের সাথে প্রায়ই বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে। হয়ত দেখা যাবে অনেক গম্ভীর একটা পোজ দিয়ে ছবি তুলছি ছবিতে মডেল বা সাবজেক্টের পেছনে কেউ একজন গরু নিয়ে ঢুকে পরল। আবার অনেক সময় দেখা যাবে, যাকেই ছবি দেখাই না কেন সে ছবির সাবজেক্টের দিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল না করে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে পরে আছে।

এই ঘটনা গুলো আমাদের কাছে মহা বিরক্তিকর লাগতে পারে। একটুর জন্য ছবিকে বাজে বানিয়ে দিতে পারে। আমরা সময়ে সময়ে যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডের এই বিরক্তিকর জিনিস গুলিকে বাদ

দিতে পারি আবার ব্যাকগ্রাউন্ডকে মাঝে মাঝে তুলে ধরতে পারি তাই আমরা চেস্টা করব যেন আমাদের ডেপথ অফ ফিল্ড নিয়ন্ত্রন করতে পারি।

অনেক সময় ছবিতে মডেল বা সাবজেক্টকে তুলে ধরার জন্য ডেপথ অফ ফিল্ড কমিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ঝাপসা করে দিব আবার কোনো কোনো সময় ডেপথ অফ ফিল্ড বাড়িয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডকে যত্নসহকারে ফুটিয়ে তুলব। এই সব কাজে আমাদের সাহায্য করবে আপ্যারচার।

উপরের ছবিটার মত দূরের ব্যাকগ্রাউন্ডকে ঝাপসা করে সাবজেক্টকে তুলে ধরার সময় আমরা যে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড ঝাপসা করলাম তাকে বলব বুকে এফেক্ট।

Photo Courtesy- Monowarul Kabir Milon Model- Rukaia

এক্সপোজার নিয়ে জানার সময় দেখেছিলাম বড় এপ্যারচার মানে বড় ছিদ্র, বেশি লাইট আর কম ডেপথ অফ ফিল্ড। এই জিনিসটা শুরুতে আমাদের কাছে একটু কনফিউশিং লাগতে পারে। এই কনফিউশন যাতে না হয় তাই কেবল মনে রাখব,

বড় অ্যাপারচার নাম্বার (f নাম্বার) = বড় ডেপথ অফ ফিল্ড

ছোট অ্যাপারচার নাম্বার (f নাম্বার) = ছোট ডেপথ অফ ফিল্ড।

অ্যাপারচার নং কমিয়ে আমরা ডেপথ অফ ফিল্ড কমিয়ে দিব। দর্শকের ফোকাস থাকবে সাবজেক্টের উপরে। আবার অ্যাপারচার নম্বর বাড়িয়ে ছবিতে

ডেপথ অফ ফিল্ড বাড়াতে পারব। ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি করতে এই জিনিসটা কাজে লাগবে।

ধরলাম এমন জায়গায় ছবি তুলছি, যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক জিনিসপত্র। দর্শকের চোখ বার বার মডেল বা সাবজেক্টের কাছে থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যায়। এই ধরনের ছবি তোলার সময় নিশ্চয়ই ডেপথ অফ ফিল্ড বাড়িয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ফোকাসে রাখা আমাদের জন্য ভালো কাজে দিবে না। ছবিকে আগোছালো লাগবে। যদি ডেপথ অফ ফিল্ড কমিয়ে দেই, তবে ছবিতে সাবজেক্ট খুব ভালো ভাবে ফুটে উঠবে। পিছনের জিনিস গুলো সাবজেক্ট থেকে আমাদের আকর্ষণ নিয়ে যাবে না। নিচের ছবিটার মত ডেপথ অফ ফিল্ড কমিয়ে আমাদের ফোকাস কেবল সাবজেক্টের উপরে রাখতে পারি।

Photo Courtesy- Uday Sankar Saha Model- Misty Hazra

আবার ধরি পাহাড়ের উপরে উঠে পাহাড়ের ছবি তুলছি। আমাদের পাহাড়ের ছবি তুলতে ডেপথ অফ ফিল্ড নিশ্চয়ই অনেক বেশি লাগবে।

পাহাড়ের ছবিতে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ঝাপসা করে দেই আর পাহাড়ই ব্লার হয়ে যায়, ঠিকমত বোঝা না যায় তাহলে ছবিটা তোলা আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হতে পারে।

তাই যখন চাইব উপরের ছবিগুলোর মত ব্যাকগ্রাউন্ড

Photo Courtesy- MD Asif Sheikh

ভালভাবে দেখা যাক, তখন ডেপথ অফ ফিল্ড বাড়িয়ে নিব।

আবার যদি অনেকের মধ্যে একজনকে গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে চাই তাহলেও এই ডেপথ অফ ফিল্ডকে কাজে লাগাতে পারি। মনে করি আমি একটা গানের প্রোগ্রামের ছবি তুলছি। আমি যদি গায়কের পেছন থেকে ছবি তুলি এবং সামনের দর্শকদের ব্লার করে দেই তবে গায়ক যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে পারব।

মোবাইলের ক্যামেরায় সাধারণত এই এপ্যারচার পরিবর্তনের কাজটা করা যায় না।

অনেকের মনে হয়ত প্রশ্ন জাগছে ফোনের পোর্ট্রেট মোডে গিয়ে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করি, তা কিভাবে হয়?

মোবাইল সাধারণত সাবজেক্টকে সিলেক্ট করে, তারপর সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাকী অংশ ব্লার করে দেয়।

রৌদ্রজ্জ্বল ১৬ নীতি

যারা ফটোগ্রাফি নতুন শুরু করছি তারা হয়ত অনেক সময়ই বুঝতে পারি না কোন একটা সময় আইএসও, এপ্যারচার আর শাটার স্প্রিড কেমন রাখতে হবে। এক্সপোজার কেমন হবে তা বোঝার জন্য আমাদেরকে এই রৌদ্রজ্জ্বল ১৬ নীতি সাহায্য করবে।

এই নীতি অনুসারে, আমাদের এপ্যারচার যদি হয় f/16, রৌদ্রজ্জ্বল দিনে শাটার স্প্রিড হবে আইএসও যত রেখেছিলাম তার উল্টা। যেমন আইএসও যদি ১০০ হয়, তাহলে শাটার স্প্রিড হবে ১/১০০ সেকেন্ড। আইএসও যদি হয় ২০০, শাটার স্প্রিড হবে ১/২০০।

ছবিকে অর্থবহ করা

আমরা যখনই কোন ছবি তুলব তখনই চেস্টা করব, যেন সাবজেক্টের ভাব পুরোপুরি ছবিতে তুলে ধরতে পারি। তাহলে ছবি হয়ে উঠবে দর্শকের কাছে আরো গ্রহন যোগ্য।

আমাদের চেস্টা থাকবে যেন সাবজেক্টের কাজ, সে কি করতে চাইছে, কি বোঝাতে চাইছে, তা দর্শকের কাছে পৌছে দিতে পারি। ফটোজার্নালিজমের ক্ষেত্রে এই কথা আরো বেশি প্রযোজ্য। সংবাদের জন্য ছবি তোলার সময় যদি সাবজেক্টের বা পরিবেশের বিষয় বস্তু দর্শকের কাছে পৌছে দিতে না পারি তাহলে একদিক দিয়ে ছবি তোলা আর না তোলা একই কথা হয়ে যাবে। ছবি তোলার সময়

এই বিষয়গুলো মাথায় রাখব। নিশ্চয়ই আমরা এমন ছবি তুলতে চাইব না যেখানে সাবজেক্ট কি করছে তা বোঝা না যায়।

ধরলাম ফুটবল খেলার ছবি তুলছি। তাহলে আমাদের কাছে কোন ছবি দেখতে ভালো লাগবে? কেউ একজন দৌড়ে এসে ফুটবলে লাথি মারছে এই ছবি, নাকি গোলকিপার বেকার দাঁড়িয়ে আছে এই ছবি?

ছবিতে আকারের তুলনা

Photo Courtesy- Devashis Roy

বিশাল আকারের গাছ, বড় পাথর বা পাহাড়। দেখতে বিশাল হলেও ছবি তোলার সময় সাধারণত এদের এই বিশালতাকে ফ্রেমে ফুটিয়ে তুলতে আমাদের প্রায়ই বেগ পেতে হয়। এ নিয়ে নতুন ফটোগ্রাফাররা ঝামেলায় পরেন। বড় গাছ ছবি তে দেখতে মনে হয় চিকন গুল্মের মত, বিশাল পাথরকে দেখায় নুড়ি পাথরের মত। আর কোন কিছুর আকার ঠিকভাবে বোঝাতে না পারলে কিছুক্ষেত্রে ছবি হয়ে যাবে অর্থহীন, পরে আমাদের নিজেদের ই দেখতে ভালো লাগবে না।

আবার ছোট আকারের জিনিস যেমন পোকা-মাকড়, পিঁপড়া, এসবের ছবি তোলার সময় ও আমাদের হয়ত সমস্যায় পরতে হয়। এইখানে দেখব কিভাবে আমরা তুলনার মাধ্যমে কোন বস্তুর আকার খুব সহজ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারি।

আমাদের মস্তিষ্ক আসলে যখন কোন কিছুর সাইজ বের করতে চায়, তখন তা করে তুলনা করে।

একটা উদাহরণ দেই। আমি আমাদের ক্লাসের বোর্ডে একটা দাগ দিলাম। যাতে লাইনটা বোর্ডের চার ভাগের একভাগ লম্বা হয়। আমি এইবার ক্লাসের সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম দাগটা কি বড় নাকি। যেহেতু আমাদের বোর্ড অনেক লম্বা, সবাই বলল যে দাগটা অনেক লম্বা। আমি কি করলাম, বোর্ডের এইপাশ থেকে ওইপাশে যায় এমন একটা দাগ দিলাম। এবার সবাইকে জিজ্ঞাসা করে শুনি অবাক কান্ড। লাইনটাকে নাকি এইবার আগের মত এতটা বড় মনে হচ্ছে না। কেমন জানি ছোট ছোট লাগছে। কেন? কারণ আমরা আমাদের জীবনে সবসময় তুলনা করতে অভ্যস্ত। এখানে বড় লাইনটার সাথে ছোট লাইনটার তুলনা করায়, ছোট লাইনটাকে আরো ছোট

লাগছে। কিভাবে? আরো একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা বোধহয় আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

যখন বাজার থেকে চাল কিনি তখন কিভাবে কিনি? আগে থেকে ঠিক করে রাখা এক কেজি ওজন দাড়িপাল্লার অন্যপাশে বসিয়ে। নাকি?

মানে কি? আমরা আগে থেকে ঠিক করে রাখা এক কেজির সাথে তুলনা করে আমাদের জিনিস কত ভারী তাই ঠিক করছি। আমি যদি বলি আমি এক পাউন্ড চাল কিনেছি এবার নিশ্চয়ই অনেকেরই বুঝতে সমস্যা হচ্ছে যে আমি ঠিক কতটুকু চাল কিনেছি। কেন অসুবিধা হচ্ছে? কারণ আমরা সাধারণত পাউন্ডের সাথে তেমন পরিচিত না।

ছবি তোলার সময় আকার ঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা নিয়ে অনেক সমস্যায় পরতে পারি। ছবিতে আকার তুলে ধরা একটু কঠিন বলতে গেলে কারণ আমরা এখানে তুলনা

করার জন্য বেশি জিনিস কিন্তু পাব না। তাই বলে কি বসে থাকব? একটা আকার দিয়ে আমরা কিন্তু ঠিকই তুলনা করতে পারি তা হচ্ছে মানুষের আকার। মোটামুটিভাবে সবাই মানুষের আকারের সাথে খুব ভালোভাবে পরিচিত। মানুষ হবে আমাদের কাছে ওই বাটখারার মত। সাইজ বোঝাতে কাজে লাগবে।

মানুষ যে ছবিতে সবসময় থাকবে এইরকম কোনো কথা নেই। মানুষ না পেলে চেস্টা করব আমাদের পরিচিত কোনো জিনিস দিয়ে ছবিতে আকারের তুলনা করতে।

এই কারনে ফটোগ্রাফাররা সাধারণত গাছের ছবি তোলার সময় তার সাথে মানুষ বা বাড়িঘরের ছবি তোলেন। মানুষের আকারের সাথে আমাদের মস্তিষ্ক খুব ভালভাবে পরিচিত হওয়ায় আকারের তুলনা হয় অনেক সহজ। আমরা কোনো কিছুর আকার খুব সহজে বুঝতে পারি।

ধরি কোনো গাছের উচ্চতার বা কত মোটা সেই বিষয়টি দর্শককে বোঝাতে চাই। তবে গাছের পাশে একজন মানুষ দাড় করিয়ে দেওয়া সুবিধাজনক হতে পারে।

Photo Courtesy- Foysal Khan, Model- Alif Laila

আর ছোট কোন জিনিসের ছবি যেমন পিঁপড়া, নুড়ি পাথরের ছবি তোলার সময় তার সাথে আমাদের পরিচিত কিছু একটা, যেমন একটা পাতা বা হাতের আঙ্গুল যোগ করতে পারলে আমরা ছোট জিনিসের আকার যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারব ছবিতে।

Photo Courtesy- Devashis Roy

আকার নিয়ে আরেকটু ক্লিয়ার আইডিয়া রাখলে তা আমাদের জন্যই ভালো হবে। ছবি তোলার পর বাসায় এসে দেখি বিশাল একটা পাথরকে ছবিতে ছোট নুড়ি পাথরের মত লাগছে তাহলে আমাদের কাছে জিনিসটা খারাপ লাগবে।

Photo Courtesy-Peter Zielinski

ছবিতে ঠিকভাবে কোন কিছুর আকার তুলে ধরার ক্ষেত্রে বলা যায়, ধরি আমাদের কাছে একটা বিল্ডিং আছে আর একটা মানুষ আছে সাবজেক্ট হিসাবে। আমরা চাই মানুষকে অনেক বড় আকারে তুলে ধরব। এই ভাবে তুলে ধরার জন্য, মানুষকে বিল্ডিং থেকে দূরে আর ক্যামেরার কাছে রাখব। আর চেস্টা করব, ক্যামেরা মানুষের চোখের বরাবর না ধরে একটু নিচে থেকে ছবি তুলতে। তাহলে ছবিতে সাবজেক্টকে একটু বড় আকারে তুলে ধরা সহজ হবে।

আবার যদি চাই মানুষকে ছোট আকারে তুলে ধরব যেন দেখতে লিলিপুট টাইপের লাগে, বিল্ডিং কে বড় আকারে আমরা তুলে ধরতে চাই তাহলে সাবজেক্টকে বিল্ডিং এর কাছে নিয়ে যাব। তাহলে বিল্ডিং এর আসল আকার টা ফুটে উঠবে। এক্ষেত্রে পুরো বিল্ডিং এর ছবি না তুলে আংশিক বিল্ডিং এর ছবি তুললেও তা বিশালতা বোঝাতে কাজে দিবে ভালভাবে।

ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ড

একটা ভাল ছবির ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড নিজেই কিন্তু সাবজেক্টে মত গুরুত্বপূর্ণ। কোন ছবিকে ভালোভাবে তুলে ধরতে ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের সাহায্য করবে, পরিবেশের অবস্থা বোঝাবে।

ধরলাম আমি পাখির ছবি তুলতে চাই। পাখির ছবি তোলার সময় যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা খাঁচা রেখে দেই বা চিড়িয়াখানার খাঁচা দেখা যায়, তাহলে তা এক অর্থ প্রকাশ করবে আবার যদি পিছনে প্রচুর গাছপালা রেখে দেই তাহলে তা নিশ্চয়ই আলাদা অর্থ প্রকাশ করবে। আশা করি, সবাই বুঝতে পেরেছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছবির মূলভাব তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ।

ভাল কম্পোজিশনে সাবজেক্টকে ফোকাসে রেখে ব্যাকগ্রাউন্ড সুন্দর রাখার চেস্টা করব। নাহলে ছবি দর্শকের আকর্ষণ হারাবে।

ব্যাকগ্রাউন্ডে কোন লাইন (বাস্তব বা কাল্পনিক) থাকলে লাইনগুলোকে এমনভাবে ব্যবহারের চেস্টা করব যেন লাইনগুলো দর্শকের চোখকে সাবজেক্টের কাছে নিয়ে যায়। লিডিং লাইন হিসাবে কাজ করে।

অনেক সময় ডেপথ অফ ফিল্ড কমিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করেও ছবি তুলতে হতে পারে। ব্যাকগ্রাউন্ড নিজে সাবজেক্টের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে গেলে বা ব্যাকগ্রাউন্ডে বেশি জিনিস থাকলে দেখা যাবে দর্শক সাবজেক্টের দিকে না তাকিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে ব্যস্ত আছে।

আলো-ছায়ার দিয়ে গল্প বলা

যখন ছবি তুলব তখন অনেকক্ষেত্রে ছবিতে আলো ছায়ার মাধ্যমেই সাবজেক্টের কাজ বা সাবজেক্টের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারব। এই ধরনের ছবিকে বলব সিলুয়েট।

Photo Courtesy- Shokria Jamal

এক্ষেত্রে আলোতে সাবজেক্ট লুকানোর মাধ্যমে একটা ড্রামাটিক শট পাওয়া যাবে। এই জিনিসটা আসলে ছবিতে রহস্য ফুটিয়ে তোলে। কে না রহস্যময়তা পছন্দ করে? ছবি তাই হয়ে উঠে আকর্ষণীয়। আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে, মানুষ ছবিতে রহস্যময়তা দেখতে পছন্দ করে। সেটা সিলুয়েট হোক বা আর যাই। ছবিতে অনেকভাবেই রহস্যময়তা নিয়ে আসা যায়, সিলুয়েট হল তার একটা উপায়।

এই ধরনের ছবি সবচেয়ে সহজে তুলতে পারব বিকেলবেলা, সূর্য হবে আমাদের লাইটের উৎস। এসব ছবি তোলার সময় সুন্দর আকাশের ছবি পেলে চেস্টা করব ফ্রেমের বেশিরভাগ অংশটাতে আকাশ রাখতে। আর চেস্টা করব যেন আমরা সাবজেক্টকে দিয়ে সূর্যকে ঢেকে রাখতে পারি। নাহলে সূর্যের সোনালি আভায়

ছবিকে খারাপ দেখাবে। এই ছবিগুলো তোলার সময় চেস্টা করব ম্যানুয়াল মুডে গিয়ে বা এক্সপোজার কম্পেন্সেশন ব্যবহার করে ছবির এক্সপোজার কমিয়ে আন্ডারএক্সপোজড করতে। তাহলে ছায়ার ব্যাপার টা ভালোভাবে বোঝা যাবে।

একটা বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার যে সিলুয়েটে যদি

Photo Courtesy- Md. Akib Islam Ashik

তেমন কোনো কাহিনি তুলে ধরতে না পারি তাহলে দর্শক সিলুয়েটের প্রতি আকর্ষণ হারাতে পারে। এই কারনে চেস্টা করব যেন সিলুয়েটে একটা আকর্ষণীয় কিছু তুলে ধরতে পারি, যা দর্শক দেখতে বাধ্য হবে, দর্শকের কাছে যা ভালো লাগাতে বাধ্য করবে। যেমন উপরের ছবিতে আমরা একটা গল্প দেখতে পাই। এই ছবিটা দর্শককে কিছুক্ষন চিন্তা করতে বাধ্য করে। ছবিতে কিছু সময় আটকে রাখে।

এইসব সিলুয়েটকে সাদা-কালো ছবিতে রুপান্তর ছবিতে অনন্য মাত্রা যোগ করতে পারে।

লাইটের ব্যবহার

ছবি তোলার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কি? নিশ্চয়ই লাইট। নাকি? আমি একটা অন্ধকার রুমে একটা ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে কোন লাইট ছাড়া কয়েকটা ছবি তুলে আনলাম। রুম থেকে বের হয়ে আমি কি দেখব? কিছু কি আদৌ দেখতে পাব?

আমাদের আগেই ঠিক করতে হবে, কোন ধরনের লাইট নিয়ে কাজ করব, সাবজেক্টে লাইট কিভাবে দিব। আমরা ফটোগ্রাফিতে লাইটকে দুই ভাগে ভাগ করে নিব। সফট লাইট আর হার্ড লাইট।

যেই লাইটে সাধারণত খুব কড়া ছায়া পড়বে না, খুব একটা কন্ট্রাস্ট বাড়াবে না সেই লাইটগুলোকে সফটলাইট বলব। আর হার্ড লাইট বলতে সেই লাইট গুলোকে বুঝব

যেগুলো সাধারনত কড়া রোদের মাঝে বা দুপুরে পেয়ে থাকি। এই লাইটে কড়া ছায়া হবে। মানে ছায়া পরিবেশ বা আশেপাশের জায়গায় অনেক বেশি পার্থক্য সৃষ্টি করবে। ছায়া হবে অনেক বেশি ডার্ক। যদি দুপুরের কড়া রোদে ছবি তুলি, ছবিতে সাবজেক্ট যদি মানুষ হয় তাহলে দেখব মানুষের চোখের নিচে ছায়া, গলার নিচে ছায়া, উপরের দিকে ওভার এক্সপোজড আর নিচে আন্ডার এক্সপোজড হয়ে গেছে।

লাইটের সোর্স হিসাবে যদি খুব ছোট কোন লাইট ব্যবহার করি, তাহলে পিছনে খুব কড়া একটা ছায়া পড়বে। আর লাইটের বড় উৎস ব্যবহার করলে লাইটের উৎস সাবজেক্টের যত কাছে হবে, ছায়া তত বেশি সফট হবে। সফট লাইট পাওয়ার জন্য আমরা সফট বক্স ব্যবহার করতে পারি।
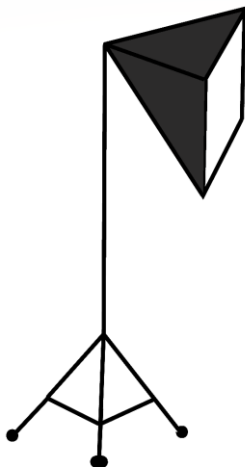
হার্ড লাইটের সামনে যদি একটা ডিফিউসার ব্যবহার করি যেন তা সাবজেক্টের কাছাকাছি থাকে, তাহলে তা সফট লাইট হয়ে যাবে, ছায়া কম কন্ট্রাস্টিং হবে। ডিফিউসার হিসাবে আমরা বড় কোনো কাপড় বা ট্রেসিং পেপার ও ব্যবহার করতে পারি। মেঘলা দিনে ছবি তোলার সময় সূর্যের হার্ডলাইটের সামনে মেঘের কারণে

(এখানে ডিফিউসার হিসাবে কাজ করে) সফট লাইট পাই যার কারণে ছবিতে কড়া ছায়া পড়ে না।

আমাদের ছবি যদি এমন হয় যে ছবির কোন অংশ ওভার এক্সপোজড আর কোনো অংশ আন্ডার এক্সপোজড হয়ে গেছে, তাহলে মোবাইল বা ক্যামেরার HDR মোড ভালো কাজে দিবে। ছবিটা কিছুটা ভালো দেখাবে।

আবার কোন দিক থেকে সাবজেক্টকে আলো দিচ্ছি তার উপর নির্ভর করেও বিভিন্ন ধরণের লাইটের কথা বলতে পারি।

যখন সাবজেক্টের একেবারে সামনে থেকে লাইট দিব, মানে ক্যামেরা আর সাবজেক্ট সোজাসুজি থাকবে তখন তাকে বলব ফ্রন্ট লাইট (সামনে থেকে লাইট)।

ক্যামেরার সাথে যেই ফ্ল্যাশ লাইট থাকবে তাকে ব্যবহার করেও এই লাইট পাব।

এই লাইট ব্যবহার করলে ছবিকে ফ্লাট (ছবিতে আলো-ছায়ার পার্থক্য না থাকায় ছবিকে ২ মাত্রিক) লাগবে। সাধারণত দেখতে ভালো লাগবে না। এই ব্যপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

যদি নিচের ছবির মত পাশে থেকে লাইট ব্যবহার করি, তাহলে সাবজেক্টের ডিটেইলস গুলোকে ভালভাবে তুলে ধরতে পারব আবার ছবিকেও ভাল লাগবে।

পিছন থেকে লাইট ব্যবহার করে একটা নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি করতে পারব সহজেই। ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সাবজেক্টকে আলাদা করতেও এই ধরনের লাইট কাজে লাগবে। এই রকম লাইট ব্যবহার করে ছবি তোলার জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা হল অন্ধকার রুম বা আমাদের ছবি তোলার স্টুডিও। আবার বাইরে ছবি তোলার সময় আমরা সূর্যকে কাজে লাগিয়ে এই কাজ করতে পারি।

এই পিছন থেকে লাইট দেওয়া বা ব্যাক লাইটের ব্যবহার করার সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমাদের সামনে থেকেও কিছু লাইট ব্যবহার করতে হতে পারে।

নাহলে আমাদের ছবিতে কেবল সাবজেক্টের ছায়া ধরা পড়বে আর সাবজেক্টের সিলুয়েট হবে। প্রথমদিকে এই ব্যাক লাইটের ব্যবহার আমাদের কাছে সমস্যা সৃস্টি করতে পারে। তবে কিছুদিন এই লাইট ব্যবহার করে ছবি তোলার চেস্টা করলে বেশ ভালোভাবেই এই লাইটের ব্যবহার করতে পারব।

ফ্ল্যাশ লাইটের ব্যবহার

ছবি তোলার সময় যখন আলোর বিপরীতে থাকব তখন ছবি সিলুয়েটের মত আসতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আমাদের জন্য বিরক্তিকর হতে পারে। একটা

মানুষের ছবি তুলতে চাই, মানুষটা না এসে যদি বাকী সব আলোই ছবিতে আসল তাহলে ছবিতে আর থাকল কি? যেখানে সমস্যা সেইখানেই সমাধান। কোনো জায়গায় বেড়াতে গেলে বা সাধারণ দুই একটা ছবি তোলার সময় হাতের কাছে সাধারণত আলাদা কোনো লাইট থাকে না। আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারব ফ্ল্যাশ লাইটের ব্যবহার করে।

আবার যখন দুপুরে কড়া লাইটে ছবি তুলতে যাব, তখন ক্যাপ বা কোন টুপি পরলে আমাদের সাবজেক্টের চোখ মুখ ছায়ার কারণে অন্ধকার হয়ে যেতে পারে। এখানেও আমরা এই সমস্যার সমাধানে ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করতে পারি।

আমরা অন্য কাজে ফ্যাশ লাইটের ব্যবহার একটু কম করার চেস্টা করব। অনেক সময় দেখা যাবে ছবি তোলার সময় ফ্ল্যাশ ব্যবহার করায় ছবিকে ফ্ল্যাট

দেখাবে। আবার ফ্ল্যাশ ব্যবহার করলে আমরা ছায়া পাব না। আবার দেখা যায় কোন জিনিসে রিফ্লেক্ট করলে বা কোনো জিনিস চকচকে হলে, ছবিতে ফ্ল্যাশ লাইটের উজ্জ্বল একটা আলো দেখা যাবে যা দেখতে আমাদের কাছে বিরক্তিকর লাগতে পারে। সন্ধ্যাবেলায় ফ্ল্যাশ অন করে ছবি তোলার সময় দেখা যাবে ছবিতে সোনালি ভাব চাইলে ছবি ফ্ল্যাশের কারনে সাদা হয়ে বসে থাকবে। আগুনের পাশে ছবি তোলার সময় আমরা সাধারণত আগুনের কমলা বা সোনালি ভাবটা চাই। যদি ফ্যাশ অন করি, তাহলে এই সোনালী ভাবটা হারাতে পারি।

তাই যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে এই ফ্যাশ লাইটের ব্যবহার করব, যেন ভাল ছবি গুলো নষ্ট না হয়।

কেচ লাইট

Photo Courtesy-Anindya Banerjee, Model-Srija Roy

উপরের ছবিটার দিকে একটু তাকাই, সাবজেক্টের চোখে একটা লাইট জ্বল-জ্বল করছে। এই লাইটটাকে বলব কেচ লাইট। এই ধরনের কেচ লাইট ছবিতে সাবজেক্টকে আরো প্রানবন্ত আকারে তুলে ধরতে পারে, ছবিকে করতে পারে আরো আকর্ষণীয়। এই কাজে ফ্যাশ লাইটকে ব্যবহার করতে পারি। আবার চাইলে রিং লাইট ব্যবহার করে এইরকম কেচ লাইট পেতে পারি সহজেই।

ছবিতে কালার বা রং
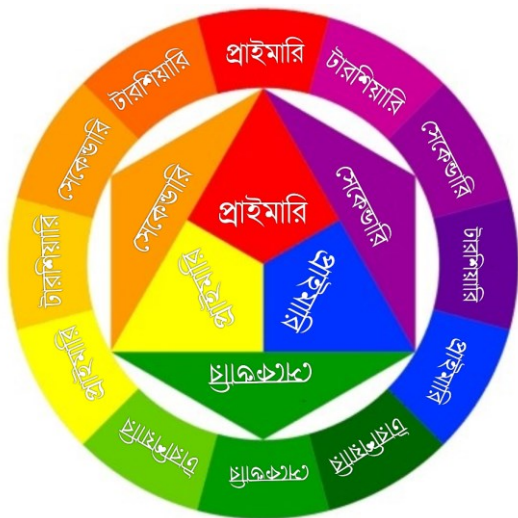
উপরের ছবিতে যে চাকতিটি দেখতে পাচ্ছি, তা প্রথম তৈরী করেন বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন, ১৬৬৬ সালে। যখন ছবি তুলি তখন হয়ত খেয়াল করে দেখেছি যে কারও ছবিতে একটু আলাদা রং ব্যবহার করে ছবিকে

একেবারে অন্যরকম করে তুলে ধরতে পারছে, ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে সাবজেক্টের পার্থক্য খুব সহজেই তুলে ধরতে পারছে। আর আমদের ছবি তুলার সময় রঙ্গের দিকটাও খেয়াল থাকে না। এইসব ঝামেলা যাতে আমাদের সাথে আর না হয় সেজন্য কালার নিয়ে জানব।

এই যে চাকাটা দেখতে পাচ্ছি এইখানে সবার মাঝের ত্রিভুজের লাল, নীল আর হলুদ রংকে আমরা বলব প্রাইমারী কালার, এই তিনটার একটাকে আরেকটার সাথে মিশিয়ে আমরা পাব সেকেন্ডারী কালার। আর এই সেকেন্ডারী কালারের সাথে একটা প্রাইমারী কালার মিশিয়ে দিয়ে আমরা পাব টারশিয়ারি কালার।

এই চাকতিতে আমরা কিন্তু রংধনুর সব রঙই পাই। আসলে আমাদের চোখ এর বাইরে আর কোন রং দেখতে পায় না।

তাহলে সাদা আর কালোর কি হবে? সাদা আসলে এই ৭ টা রং একসাথে মিশিয়ে তৈরী করা। আর কালো হচ্ছে সব রঙ্গ একসাথে অনুপস্থিত থাকা।

এই কালার চাকতিতে একটা রং (ধরলাম সবুজ) বাছাই করার পর চাকতিতে এর উল্টা দিকে থাকা রংটা (লাল) হচ্ছে এর সম্পূরক কালার।

ছবিতে যখন রঙ্গের বৈপরীত্য আনতে চাইব, মানে যখন চাইব যে রং একটার কারনে আরেকটা ভালোভাবে ফুটে উঠুক তখন আমরা এই সম্পূরক রং ব্যবহার করব।

পাশাপাশি থাকা তিনটা রং কে বলব অনুরূপ রং। ধরি আমরা সবুজ বাছাই করেছি। তাহলে সবুজ, হলদে-সবুজ আর হলুদ এগুলো হবে আমাদের অনুরূপ রঙ।

এদের যদি ছবিতে ব্যবহার করি তাহলে আমাদের ছবিতে এরা তেমন পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবে না। দেখে মনে হবে যেন দুইটা কালার একসাথে মিশে যাবে।

আবার একটা রঙ বাছায়ের পর এর দুইপাশে পরের তিনটা রঙ বাদ দিলে আরো দুইটা রঙ পাব। এদের আমরা বলব ট্রায়াডিক কালার। প্রথমে লাল রঙ বাছাই করলে লাল , হলুদ আর নীল এই তিনটা মিলে হবে ট্রায়াডিক কালার। এরাও পরিবেশের সাথে সাবজেক্টকে আলাদা করে দেখাতে কাজে দিবে।

যখন ছবি তুলব কখনো সাবজেক্টকে পরিবেশ থেকে আলাদা করে সাবজেক্টকে পরিবেশে ফুটিয়ে তোলার চেস্টা করতে হতে পারে। আর কখনো সাবজেক্টকে পরিবেশে মিশিয়ে দিয়ে পরিবেশের সাথে তার সম্পর্ক তুলে ধরতে হতে পারে।

ধরি ফ্রেমে সাবজেক্ট বা মডেল আর প্রকৃতি আছে। তাহলে অনূরুপ রঙ ব্যবহার করে সাবজেক্টকে আমাদের প্রকৃতির সাথে খুব সহজেই মিশিয়ে দিতে পারব। সাবজেক্টের সাথে প্রকৃতির একটা সম্পর্ক খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারব যা উপরের ছবি দেখে বুঝতে পারছি।

Photo Courtesy- Taposi Rani karmakar, Model- Puja Roy Nishita

আবার যদি সাবজেক্টকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করতে চাই বা সাবজেক্টকে ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে চাই তাহলে আমরা সম্পূরক কালার ব্যবহার করব।

Photo Courtesy- Uday Sankar Saha Model- Misty Hazra

মনের উপর বিভিন্ন রঙ্গের প্রভাব

কালো রং আমাদেরকে শক্তি, প্রভাব বিস্তারের মত একটা অনুভুতি দিতে পারবে, যেখানে সাদা আমাদেরকে দিবে নিস্পাপ, পবিত্র আর শান্তভাব। লাল রোমান্টিক ভাব, রাগ, ব্যাথা, নিজের মধ্যে ক্ষোভ এইসব বোঝাতে ভাল কাজ করে, আবার লাল এমন একটা রং, যেটা চোখে এড়ানো যায় না। একটা দলে একেকজন আলাদা আলাদা রঙের জামা পড়া থাকলে ছবিতে লাল জামা পড়া মানুষ সবার আগে আমাদের চোখে পড়বে । নীল, অনেকটা লালের উল্টা কাজ করবে, নীল দিয়ে আমরা বোঝাতে পারব একটা শান্ত ভাব, বোঝাতে পারব জমে থাকা বেদনা। সবুজ, প্রকৃতির রং, এই রং দিয়ে সহজে বোঝানো যাবে সতেজতা।

আবার বেগুনি আমাদের কাছে লালের মত একটা রোমান্টিক ভাব এনে দিতে পারে।

লাল, কমলা, হলুদ এই রং গুলো সাধারণত আমাদের কাছে উষ্ণতা প্রকাশ করবে। আর নীল, বেগুনী এইসব রং আমাদের কাছে একটা শীতল ভাব প্রকাশ করবে। আবার এইসব রং আমাদের কাছে বেদনার ভাব ফুটিয়ে তুলতেও ভালো কাজ করবে।

Photo Courtesy- MD Istiak Uddin

রং নিয়ে যখন কাজ করব তখন খেয়াল রাখব ছবিতে সব রং একসাথে না মিশিয়ে যেন একটা রং কে প্রধান হিসেবে তুলে ধরতে পারি। এতে আমাদের ছবি দর্শকের মনের ভাব নিয়ন্ত্রন করতে ভাল কাজ করবে।

রং নিয়ে একটা বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার। তা হল একই রং আলাদা জায়গার মানুষের কাছে আলাদা অনুভুতি জন্ম দিতে পারে। যেমন বলতে গেলে, ইউরোপের দিকে কোন মানুষ মারা গেলে কালো কাপড় পরা হয়। আবার বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষদের কাছে মৃত্যুর সাথে সাদা রঙ জড়িয়ে আছে (কাফনের কারণে)।

ধর্ম এবং সংস্কৃতি, আমাদের চিন্তা ভাবনাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রন করে। এই কারনেই এক মানুষের কাছে হয়ত সাদা প্রফুল্লতার প্রতিক হিসেবে থাকে, অন্যজনের কাছে বেদনা।

ছবি কখন তুলব

যদি ছবিতে কুয়াশা ভাব আনতে চাই, সকালের দিকে উঠানো ছবিতে একটা কুয়াশা ভাব থাকতে পারে যা সন্ধ্যায় থাকবে না। কুয়াশা ব্যবহার করে তোলা ছবিতে

Photo Courtesy: Md. Fardin Sarkar Riad,
Model: Mahmudul Hasan Leaon

আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সাবজেক্টকে রাখতে পারি (কুয়াশার কারণে ছবিতে বেশিদূরে দেখা না যাওয়ায় ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড বাদ পরে যাবে)। যা ছবিতে একটা নাটকীয় ভাব আর ব্যাকগ্রাউন্ডের সব ডিস্ট্রাকশন বাদ দিতে সাহায্য করবে।

কুয়াশা না থাকলে সকাল আর সন্ধ্যায় ছবি তুললে একটা সোনালি আর উষ্ণ ভাব পাওয়া যাবে।

যদি দুপুর বেলা ছবি তুলতে চাই, তবে ছবিতে ছায়াগুলো খুব বেশি কন্ট্রাস্টিং হবে। ছবিতে দেখা যাবে কিছু অংশ বেশি আলোকিত আর কিছু অংশ একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। ছবির ডিটেইলস ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না। যার কারণে ছবি ভাল হবে না।

আবার রাতে চাঁদের আলো থাকলে তাতেও ছবি তুলতে পারি আইএসও বাড়িয়ে আর শাটার স্পিড কমিয়ে।

আবার রাস্তায় গাড়ির লাইট দিয়ে লাইট ট্রেইল এর ছবি তুলতে হলেও রাতের বেলাতেই ছবি তুলতে হবে।

গোল্ডেন আউয়ার

ছবি তোলার জন্য দিনের সবচেয়ে ভাল সময় হল গোল্ডেন আউয়ার। সবচেয়ে ভাল ছবি হবে সূর্য উঠার আর অস্ত যাওয়ার পরের ৩০ মিনিট। এসময় কোমল সোনালি আলো পাওয়া যাবে। ছবিতে অতিরিক্ত ছায়া বা একেবারে বেশি আলো পড়বে না। এই সময়টাকে আমরা বলব গোল্ডেন আউয়ার।

ছবি এডিট করা

ছবি তোলার পরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ হল ছবি এডিট করা। যেকোনো ছবিকেই এডিট করে আমরা আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে পারি। তবে এজন্য দরকার ভাল একটা এডিটিং সফটওয়ার বা ফটো এডিটিং এপ। আমি এই বইয়ে ছবি এডিট করা নিয়ে তেমন কোনো কথা বলি নি। আমার কাছে মনে হয় আমাদের ছবি এডিট করা শেখার আগে ভালো কম্পোজিশনের ছবি তুলতে শিখতে পারাটা বেশি প্রয়োজনীয়। তবে যেহেতু একটা ছবিকে ভালো দেখানোর জন্য ছবি এডিট অনেক প্রয়োজনীয়, তাই কম্পিউটার ব্যবহার করলে দরকারি একটা সফটওয়্যার রাখতে পারি, এডোবি ফটোশপ। আর যদি আমরা মোবাইল ব্যবহার করি, তবে মোবাইলের জন্য অনেক ভাল ভাল এপ পাওয়া যায়, যার মধ্যে ভাল (এই বই

লেখার সময় সবচেয়ে জনপ্রিয়) একটা হচ্ছে snapseed। আর এই স্ন্যাপসিড বর্তমানে গুগল নিজে ডেভেলপ করে।

ছবি নিয়ে কিছু কথা

আচ্ছা, ছবি তোলা তো একটা আর্ট, প্র্যাকটিসের জিনিস। তাহলে এতক্ষন এই বই, এই ক্যাচাল কেন পড়লাম?

সাইকেল চালানো তো একটা প্র্যাকটিসের জিনিস। বই পড়ে কেউ কি সাইকেল চালানো শিখতে পারে নাকি? আচ্ছা আমি যদি প্লেন চালানোর দিকে একটু তাকাই? পড়ালেখার কি আসলেই কোনো দরকার আছে? যারা রিকশা চালায় তাদের সবাইকে ককপিটে বসিয়ে দিলেই তো হয়, নাকি?

ফটোগ্রাফি আর এমনি ছবি তোলা, এই জিনিসটাকে আমি এইভাবে তুলনা করতে পছন্দ করি। আমরা ছবি

তুলি এমনভাবে যেন আরেকজনের কাছে ভালো লাগে। দেখে মনে অন্যরকম একটা ভাব আসে। এই জিনিসটা না থাকলে আমরা তাকে ফটোগ্রাফি বলিনা। আমার কাছে একটা ক্যামেরা আছে। এর অর্থ এই না যে, আমি ফটোগ্রাফার। ফটোগ্রাফির জন্য আমাদের কিছু জিনিস জানা থাকা উচিত, কিছু জিনিস বোঝা উচিত। এই জন্যই এই বই পড়া।

আবার আমরা যদি ছবি নিয়ে অনেক কিছু জানি ,কিন্তু ছবি না তুলি, প্র্যাক্টিস না করি, তাহলেও নিশ্চয়ই এই জানাটা আমাদের কোনো কাজে লাগবে না। আমি সাঁতার নিয়ে অনেক কিছু জানি, সাঁতার কাটার সময় কিভাবে হাত পা নাড়তে হবে তা আমার জানা আছে, কিন্তু আমি কখনো সাঁতার কাটার চেস্টা করি নি, এই জিনিসও নিশ্চয়ই আমাদের কাছে অর্থহীন।

তাই আমাদের দরকার বেশি বেশি ছবি তোলা। একটা জিনিসের কতভাবে ছবি তোলা যায়, তা দেখা। একটা ছবি তুলে তা নিয়ে এই চিন্তা করা যে কিভাবে ছবিটাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

সৈয়দ আবীর জাহান জিসানের জন্ম ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী জেলায়। তার পৈত্রিক নিবাস চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায়।

বর্তমানে অধ্যয়নরত আছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল অনুষদে।

তার মা নিলাম তবিব, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা, বাবা জাহাঙ্গীর উদ্দিন আহমদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছেন। একমাত্র বোন এমবিবিএস ডাক্তার।

এই ক্ষুদে লেখক বিজ্ঞানভিত্তিক অনেক প্রবন্ধ রচনা ও বিজ্ঞান প্রকল্প তৈরী করে সুধীমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছেন।